হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৩৮৫৯/২০২৩

পরিতোষ সরকার ওরফে পরিতোষ রায়
----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।
-বনাম-
রাষ্ট্র
------প্রতিপক্ষ

এ্যাডভোকেট জ্যোতির্ময় বড়ুয়া সংগে
এ্যাডভোকেট রিপন কে. বড়ুয়া
এ্যাডভোকেট ফুয়াদ হাসান
এ্যাডভোকেট সুপ্রকাশ দত্ত
---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল
সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ১৮.১০.২০২৩, ০৮.১১.২০২৩, ১৬.১১.২০২৩, ০৩.১২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ৩০.০৫.২০২৪।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, রংপুর কর্তৃক সাইবার ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা নং ৯০/২০২২ (পীরগঞ্জ থানার মামলা নং ২৩, তারিখ ১৮.১০.২০২১, জি, আর, মামলা নং ৪৪০/২০২১ (পীরগঞ্জ) হতে উদ্ভূত)-এ অত্র আপীলকারী পরিতোষ সরকার ওরফে পরিতোষ রায়কে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫(২)/২৮(২)/২৯(১)/৩১(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত আইনের ২৫(২) ধারায় ০২ (দুই) বৎসর, ২৮(২) ধারায় ৩ (তিন) বৎসর, ২৯(১) ধারায় ০১ (এক) বৎসর ও ৩১(২) ধারায় ০৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ০৩ (তিন) মাস সশ্রম কারাদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০২৩ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

এজাহারকারীর লিখিত এজাহারের প্রেক্ষিতে রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলাটি গ্রহণ করে মামলাটির তদন্তভার পিডব্লিউ-২৬ এস.আই মোঃ সাদ্দাম হোসেন এর

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

উপর অর্পণ করেন।

উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র প্রস্তুত করেন। এছাড়া তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণে এজাহারনামীয় আসামি পরিতোষের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫/২৮/২৯/৩১ ধারায় আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫/২৮/২৯/৩১ ধারার অধীনে পীরগঞ্জ থানার অভিযোগ পত্র নম্বর ৫১ তারিখ ইংরেজী ২৬/০২/২০২২ দাখিল করেন। অতঃপর মামলাটি আমলে গ্রহণ ও বিচার নিস্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হলে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগটি আমলে গ্রহণ করেন। অতঃপর আসামি পরিতোষের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫(২)/২৮(২)/২৯(১)/৩১(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। প্রসিকিউশন পক্ষে ২৭ (সাতাশ) জন সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা গৃহীত হয়। প্রসিকিউশন পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর আসামিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। আসামি নিজেকে নির্দোষ দাবী করতঃ সাফাই সাক্ষী হিসাবে নিজে জবানবন্দি প্রদান করেন। রাষ্ট্র পক্ষ তাকে জেরা করেন।

বিজ্ঞ সাইবার ট্রাইবুন্যাল অত্র মোকদ্দমার যাবতীয় নথী পত্র ও সাক্ষী বিচার বিশ্লেষণে অত্র আসামী আপীলকারীকে বর্ণিত রায় ও দন্ডাদেশে সাজা প্রদান করেন। উক্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল দরখাস্তসহ নথী পর্যালোচনা করা হলো। আপীলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এবং রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরত্বপূর্ণ বিধায় প্রাথমিক তথ্য বিবরণী নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

প্রাথমিক তথ্য বিবরণী

(নিয়ন্ত্রন নং- ২৪৩)

থানায় পেশকৃত ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪ নং ধারায় ধর্তব্য অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য-

থানা- পীরগঞ্জ জেলা- রংপুর।

নং-২৩/৪৪০

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ঘটনার তারিখ ও সময় ঃ- তাং ১৭.১০.২০২১ ইং, সময় ১৯.৩০ ঘটিকা।

পেশ করার তারিখ ও সময়ঃ- ১৮.১০.২১ ইং ১৩.১০ ঘটিকা

ঘটনার স্থান, থানা হইতে দূরত্ব ও দিক এবং দায়িত্বাধীন এলাকা নং- ঘটনাস্থল ঃ পীরগঞ্জ থানাধীন ১৩নং রামনাথপুর ইউপির বড় করিমপুর মৌজাস্থ বড় করিমপুর মাঝিপাড়া মসজিদের সামনে।

দূরত্ব অনুমান- ১০ কিমি, দক্ষিণ/পূর্ব দিক।

জে.এল নং- ২৪৭, ইউপি নং- ১৩ (রামনাথপুর) পীরগঞ্জ, রংপুর।

থানা হইতে প্রেরণের তারিখঃ- ১৯ অক্টোবর ২০২১ ইং।

বিঃ দ্রঃ প্রাথমিক তথ্য আবশ্যই সংবাদদাতার স্বাক্ষর অথবা টিপসহি সম্বলিত এবং লিপিবদ্ধকারী অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

সংবাদদাতার এবং অভিযোগকারীর নামও বাসস্থান/ঠিকানাঃ- এসআই (নিঃ) মোঃ ইসমাইল হোসেন। বিপি ৭১৯১০৬৯৬৯৭, পীরগঞ্জ থানা, রংপুর। মোবাইল- ০১৭১৮৯২৬২৩১।

আসামীর নাম ও বাসস্থান/ঠিকানাঃ- ১। পরিতোষ সরকার (১৯), পিতা- শ্রী প্রসন্ন সরকার, মাতা-শ্রীমতি ভারতী রানী সরকার, সাং-বড় করিমপুর (মাঝিপাড়া), থানা-পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর।

ধারাসহ অপরাধ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ- ধারা-ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫/২৮/২৯/৩১।

আক্রমনাত্মক ও মানহানিকর তথ্য প্রকাশ করিয়া ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিয়া আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর অপরাধ।

তদন্ত চালনার কর্ম তৎপরতা এবং বিলম্বে তথ্য রেকর্ড করার কৈফিয়ত/মামলার ফলাফলঃ- বাদীর টাইপকৃত অভিযোগ থানায় প্রাপ্ত হইয়া এজাহারের সকল কলাম পূরণপূর্বক অত্র মামলা রুজু করিলাম এবং খতিয়ানে নোট দিলাম।

বিলম্বের কারণ এজাহার গর্ভে উল্লেখ আছে।

পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মামলাটির তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন।

স্বা/-সরেস চন্দ্র
পুলিশ পরিদর্শক (নি:)
১৮.১০.২০২১
বিপি-৭৪০১০৬৭৫৮৩
অফিসার ইন-চার্জ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
পীরগঞ্জ থানা, রংপুর।

বরাবর,
অফিসার ইনচার্জ
পীরগঞ্জ থানা, রংপুর।

বিষয়ঃ এজাহার প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এসআই(নিঃ)/মোঃ ইসমাইল হোসেন, পীরগঞ্জ থানা, রংপুর অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে সঙ্গীয় পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জনাব, মোঃ মাহবুবুর রহমান, এসআই (নিঃ) মোঃ জামিউল ইসলাম, এসআই (নিঃ) মোঃ সুদিপ্ত শাহিন, এসআই (নিঃ) মোঃ সাদ্দাম হোসেন, এসআই (নিঃ) ফিরোজ কবির, এসআই(নিঃ) মোঃ নূরে আলম মন্ডল, এসআই (নিঃ) সুশীল চন্দ্র রায়, এসআই (নিঃ) মোঃ মনিবুর রহমান, এসআই(নিঃ) মোঃ ফয়জার রহমান, এএসআই(নিঃ) মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী, এএসআই(নিঃ) মোঃ আবু সালেক, এএসআই(নিঃ) মোঃ শহিদুল ইসলাম মন্ডল, এএসআই(নিঃ) মোঃ আতাউল গণি, এএসআই(নিঃ) মোঃ ছালেম মওলা, এএসআই(নিঃ) রামকৃষ্ণ মোদক, এএসআই(নিঃ) মোঃ সফিকুল ইসলাম, এএসআই(নিঃ) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম-২, কং/১৬৭১ মোঃ রেজাউল করিম, কং/১৩৪৫ মোঃ মাহামুদুন্নবী, কং/৩৭৫ মোঃ রায়হান কবির, কং/৭৬৭ এস এম মহসীন রানা, কং/৮৫২ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, কং/১২০১ মোঃ আনিছুর রহমান, কং/৪৯১ মোঃ শাহ সুজা, ২/৬৭৮ মোঃ হুমায়ুন কবির, কং/৮৭৯ মোঃ ইব্রাহিম কং/৯২০ মোঃ গোলাম মোস্তফা, কং/ ৯৫২ মোঃ নবীর হোসেন, কং/৪২৩ মোঃ শাহারুল, কং/৭৫৪ মোঃ নজরুল ইসলাম, কং/৮৪৪ মোঃ সোহেল রানা, কং/১৩৪২ মোঃ মুক্তা সরকার, কং/৬৭৩ মোঃ আনিছুর রহমান সকলে পীরগঞ্জ থানা, রংপুরসহ ঘটনার সত্যতা যাচাই ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ডিউটি করিয়া থানায় হাজির হইয়া পলাতক আসামী ১। পরিতোষ সরকার (১৯), পিতা- শ্রী প্রসন্ন সরকার, মাতা- শ্রীমতি ভারতী রানী সরকার, সাং- বড় করিমপুর (মাঝিপাড়া), থানা- পীরগঞ্জ, জেলা- রংপুর এর বিরুদ্ধে এই মর্মে এজাহার দায়ের করিতেছি যে, ইং

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৭/১০/২০২১ তারিখ রাত্রী অনুমান ২০.০০ ঘটিকার সময় ৯৯৯ এর মাধ্যমে অফিসার ইনচার্জের নিকট এই মর্মে সংবাদ আসে যে, উক্ত আসামী মুসলমান সম্প্রদায়ের পবিত্র কাবা শরিফের উপর একটি কুকুর প্রস্রাব করিতেছে এ ধরণের একটি ছবি অন্যের ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারে কমেন্টস বক্সে পোষ্ট করিয়াছে। উক্ত ছবি কমেন্ট বক্সে পোস্ট করার কারণে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে এবং উক্ত ছবি পোস্ট করাকে কেন্দ্র করিয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামাসহ আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও খুন খারাপির আশঙ্কা বিরাজ করিতেছে এবং যে কোন সময় খুন খারাপি হইতে পারে। উক্ত আসামীর বাড়িসহ অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে আক্রমণের জন্য লোক জমায়েত হইতেছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে আমি অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে অফিসার ফোর্সসহ পীরগঞ্জ থানার জিডি নং- ১৩০৬, তারিখ- ১৭/১০/২০২১ ইং মূলে পীরগঞ্জ থানাধীন ১৩ নং রামনাথপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বড় করিমপুর (মাঝিপাড়া) গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই যে, মসজিদ সংলগ্ন। ৪০০/৫০০ উত্তেজিত জনতা উক্ত আসামীর বসত বাড়িতে আক্রমণের প্রস্তুতি লইয়া অগ্রসর হইতেছে। অফিসার ইনচার্জের নেতৃত্বে আমরা উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করাকালীন অল্প সময়ের মধ্যেই উক্ত সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে চতুর্দিক হইতে কয়েক হাজার লোক জমায়েত হইয়া পার্শ্ববর্তী বড় করিমপুর (কসবা) উত্তরপাড়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৮ টি পরিবারে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট এবং ৪৮ টি পরিবারে ভাংচুর ও লুটপাট করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে হত্যার উদ্দেশ্যে মারপিট করিয়া নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, গবাদি পশু লুটপাট করিয়া লইয়া যায়। উশৃঙ্খল জনতার অগ্নিসংযোগের ফলে ০২ টি গবাদী পশু আগুনে পুড়িয়া মারা যায় এবং ১৮ টি পরিবারের ঘর বাড়ি এবং খড়ের গাদা পুড়িয়া ভস্মিভূত হয়। একটি রাধা গোবিন্দ মন্দিরে অগ্নি সংযোগ করে, ভাংচুর করে এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। সহকারী কমিশনার ভূমি এর নেতৃত্বে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিতে শর্টগানের লিটবল ৬১ রাউন্ড এবং ১০ টি গ্যাস সেল নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হয়। ঘটনার বিষয়ে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে, আসামী পরিতোষ সরকার তাহার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি "B S Poritosh Sarker", যাহার ফেসবুক লিংক- https://www. facebook.com/bsporitosh.sarker হইতে "ভালোবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক" যাহার ফেসবুক লিংক https://www.facebook.com/profile.php?id=100034223082875 নামক কেস/ আইডির প্রোফাইল পিকচারের কমেন্টস বাক্সে পবিত্র কাবা শরিফের উপর কুকুর প্রস্রাব করিতেছে এই ধরনের ছবি পোস্ট করেন। বিষয়টি "Md. Ujjal Hasan" নামীয় ফেসবুক আইডি, যাহার ফেসবুক লিংক- https://www.facebook.com/profile.php?id=10001565 6237678 এর ব্যবহারকারী ব্যক্তি কমেন্টসটি দেখিতে পাইয়া তাহার আইডি "Md.Ujjal Hasan" হইতে উক্ত কমেন্টস এর স্ক্রিনশট এবং আসামী পরিতোষ সরকারের ছবিসহ "দেখেন এই ছেলে ইসলাম ধর্মকে কতটা নিচে নামিয়ে ফেলেছে মুসলমানদের কে কিছুই মনে করেনা এর বাসা পীরগঞ্জ থানা ১৩ নং রামনাথপুর ইউনিয়ন বটেরহাট হিন্দু পাড়ায় এর দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি চাই" মর্মে ফেসবুকে পোস্ট করেন। উক্ত পোস্টটি ইং ১৭/১০/২০২১ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ১৯.৩০ ঘটিকার সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বড় করিমপুর মাঝিপাড়া মসজিদের সামনে স্থানীয় লোকজন দেখিতে পাইলে তাহাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আসামী পরিতোষ তাহার ফেসবুক আইডি হইতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দানের উদ্দেশ্যে আক্রমনাত্মক ও মানহানীকর তথ্য প্রকাশ করার কারণে আইন শৃঙ্খলার অবনতিসহ জান ও মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। আসামী পরিতোষ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দানের উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক ও মানহানীকর তথ্য প্রকাশ করিয়া আইন শৃঙ্খলা পরিস্থির অবনতি ঘটানোসহ একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫/২৮/২৯/৩১ ধারার অপরাধ করিয়াছে। উক্ত ঘটনাটি এলাকার অনেকেই জানেন। উক্ত ঘটনার কারণে বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি ঘরে আক্রমণ করিয়া ক্ষতি সাধন

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ও লুটপাটের জন্য পৃথক এজাহার দাখিল করা হইতেছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও আসামীদেরকে গ্রেফতার করিয়া থানায় হাজির হইয়া এজাহার দায়ের করিতে বিলম্ব হইল ।

অতএব, উপরোক্ত আসামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র এজাহার দায়ের করিলাম।

বিনীত
স্বাক্ষর (অস্পষ্ট)
মোঃ ইসমাইল হোসেন
বিপি-৭১৯১০৬৯৬৯৭
এসআই (নিঃ)
পীরগঞ্জ থানা, রংপুর

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাদী এবং বিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

“PW-1

মোঃ ইসমাইল হোসেন (এস.আই)

গত ১৭/১০/২১ তাং পীরগঞ্জ থানা, রংপুরে কর্মরত ছিলাম। রাত্রি অনুমান ৮ ঘটিকার সময় টেলিফোন নং ৯৯৯ এ সংবাদ আসে ১৩ নং রামনাথপুর ইউপির মাঝিপাড়া গ্রামে পরিতোষ নামে এক ছেলে “কাবাশরীফের ছবির উপর কুকুর প্রসাব করছে” এমন ছবি ফেসবুকে পোষ্ট দেয় লোকজন বাড়ী ঘর ভাংচুর করা হচ্ছে। জনগন বিক্ষুব্ধ। তাড়াতাড়ি ফোর্স পাঠাতে হবে। ও/সি সাহেবের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স সহ আমরা ১৭/১০/২১ তারিখ রাত্রি অনুমান ২০.০০ ঘটিকার পরে ঘটনাস্থলে যাই। আমরা গিয়ে দেখি হাজার হাজার লোক পরিতোষের বাড়ী ঘিরে রাখে। মাঝিপাড়া গ্রামের দক্ষিন দিকে গিয়ে দেখি যে, উৎসুক জনতা হিন্দুদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। উপস্থিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ৬১ রাউন্ড গুলি, ১০টি গ্যাস সেল নিক্ষেপ করা হয়। হিন্দু মন্দির, মুর্তি, ভাংচুর সহ হিন্দুদের বাড়ীঘরে, লুটপাট করা হয়। পরিস্থিতি আমরা নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হই।

আসামী পরিতোষ তার BS Poritosh Sarker নামক ফেসবুক আইডি হতে “ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক” নামক ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারের কমেন্ট বক্সে পবিত্র কাবাশরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে এমন ধরনের ছবি পোষ্ট করেন। পরিতোষের বন্ধু (ফেসবুক) উজ্জল তার “MD UJJAL Hossain” নামীয় ফেসবুক আইডিতে উক্ত পোষ্ট সহ পরিতোষের ছবি ব্যবহার করে শাস্তি দাবী করে পোষ্ট করেন। অতঃপর জনগনকে শান্ত করে থানায় গিয়ে মামলা করি। ধর্মকে অবমাননা সহ সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করা ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি করার জন্য এজাহার দাখিল করি। এই সেই এজাহার ও স্বাক্ষর প্রদঃ ১, ১ (১)।

জেরা XXX

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি এজাহার করেছি। ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আসামীর ফোন (জব্দকৃত) থেকে এই পোষ্ট দেখেছি। আমি ফোন সেট জব্দ করিনি। আই,ও জব্দ করেছে। আসামীর মোবাইল সেট অক্ষত ছিল। আই,ও জব্দ করেছে অক্ষত অবস্থায় তা শুনেছি। আসামীর ফেসবুক লিংক BS Poritosh Sarker.www.com। ১৭/১০/২১ তাং বিকেল ৩ টার দিকে আমি স্ক্রীনশট দেখি। কথিত পোষ্টে “মক্কা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে” মর্মে ছিল। আসামী কথিত কমেন্ট করে। এলাকায় ৪/৫শ জন লোক ছিল। থানার সকল পুলিশ উপস্থিত ছিল। ঐ সময়

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পরিতোষ পলাতক ছিল। মোবাইল সঙ্গে ছিল। সত্য নয় যে, শপথ পূর্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। সত্য নয় যে, আসামীর মোবাইল সেটে পোষ্ট দেখেছি ঘটনার সময় এবং আজ বলেছি শপথ পূর্বক ঘটনাস্থলে আমরা রাত ৮ টার দিকে পৌঁছি। আমরা পৌঁছার আগে জানা ফেসবুকে পোষ্ট দেখে উত্তেজিত হয়। সত্য নয় যে, আসামীকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয় পোষ্ট ছড়ানোর আগেই।

আসামী যখন জয়পুরহাটে গ্রেফতার হয় তখন রংপুরের ঘটনা স্থলে দাঙ্গা চলছিল। হিন্দুদের ঘর বাড়ী পোড়ানো হয়েছিল। হিন্দুরা বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় প্রান ভয়ে। জন সমাবেশ দেখে আমরাও শংকিত হই। রংপুর থেকে রিজার্ভ পুলিশ কল করা হয়।

সত্য নয় যে, ঐ সময় হিন্দুরা আমাদের কথামতো মুভমেন্ট করে। সত্য নয় যে, আসামী পরিস্থিতির শিকার এবং জনৈক সৈকত মন্ডল ও উজ্জল হোসেন নিজেরাই আসামীর নামে ফেসবুক এ্যাকাউন্ট খোলে ও কমেন্ট বক্সে কথিত ছবি পোষ্ট করে। আসামীর ফোন সেটে মেমোরী কার্ড ছিল কিনা বলতে পারব না। সত্য নয় যে, আসামীর Android সেট ছিল না। সত্য নয় যে, জনৈক সৈকত মন্ডল ও উজ্জল হাসান আসামীর নিকট হতে কৌশলে ছবি নিয়ে ভুয়া ফেইসবুক হিসাব খোলে । সত্য নয় যে, ফেইসবুক হিসাব সনাক্তকারী ডিভাইস আমাদের ছিল না। সত্য নয় যে, আসামীর আইডি ফরেনসিক পরীক্ষা না করেই এজাহার করেছি। তবে ফরেনসিক পরীক্ষা পরে করা হয়। সত্য নয় যে, আইন শৃঙ্খলা জনিত কারনে স্থানীয় জনগনকে শান্ত করার জন্য তাড়াহড়া করে এই এজাহার করেছি এবং পোষ্ট না দেখেই মামলা করি।

PW-2

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন @ বাদল

(সভাপতি, আওয়ামীলীগ, ১৩ নং রামনাথপুর, ইউ.পি)

১৭/১০/২১ তাং রাত্রি অনুমান ৮ ঘটিকায় ঘটনা। আসামীর নাম পরিতোষ সরকার । ডকে আছে। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সংবাদ পাই যে, আসামী পরিতোষ এবং ফেসবুক পোষ্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে “কাবাশরীফের উপর একটি কুকুর প্রেসাব করছে” এমন ছবি আসামী পোষ্ট করায় এই দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। মাঝিপাড়া ঘটনাস্থলে আমি পৌঁছি শত সহস্র জনতা, পুলিশ, প্রশাসনকে দেখি। লোকজন পরিতোষের বাড়ী আক্রমনের উদ্দেশ্যে জমায়েত হয়। পুলিশ জনগনকে শান্ত করার চেষ্টা করে। শুনেছি আসামী তার BS Poritosh Sarker নামে ফেসবুক আইডি হতে উক্ত বিতর্কিত ছবি ফেসবুকে ছাড়া হয়। ধর্মকে অপমান করার জন্য আসামী এই পোষ্ট দেয়। আসামীকে পরে গ্রেফতার করা হয়। একপর্যায়ে জনগন নিয়ন্ত্রনের বাইরে যায় এবং বাড়ী ভাংচুর ও লুটপাট হয়। আসামী “ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক” নামক আইডিতে কমেন্ট বক্সে উক্ত বিতর্কিত ছবি পোষ্ট করে । পরে ব্যাপক প্রচারের ফলে দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। পরে মামলা হয়।

জেরাXXX

আমি নিজে পোষ্ট দেখি নাই, শুনেছি। কার পোষ্টে পরিতোষ কমেন্ট দিয়েছিল। বলতে পারব না। কী পোষ্টে কমেন্ট দিয়ে ছিল বলতে পারব না, ওসি সাহেবের মোবাইলে পোষ্টটি দেখি। আসামী পরিতোষের বাড়ী পোড়া যায়নি। তবে পাশে জেলে হিন্দু পল্লী পুড়ে যায়। হিন্দু লোকজন হাঙ্গামার সময় পালিয়ে যায়।

সত্য নয় যে, পোষ্টটি পরিতোষের নয় এবং সৈকত মন্ডলের পরিকল্পিত ফেক হিসাবে পোষ্ট দেয়া হয়। সত্য নয় যে, সৈকত ও উজ্জল পরিতোষের নামে ফেক আইডি খুলে এই পোষ্ট দেয়। ওসি সাহেবের সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিলাম। এস,আই ইসমাইল হোসেন ও পরিচিত। সত্য নয় যে, পুলিশের নির্দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম ।

PW3

মোঃ মাহামুদুল হাসান

১৭/১০/২১ তাং রাত্রিতে ঘটনা। আসামী পরিতোষ সরকার ডকে হাজির। ঐ দিন সন্ধার পর করিমপুর মসজিদের পার্শে ছিলাম। ঐ সময় ফেসবুকে আমি দেখি আসামী তার BS Poritosh Sarker নামক আইডি হতে ‘ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক' নামক আইডির কমেন্ট বক্সে ধর্ম অবমাননাকর একটি ছবি পোষ্ট করে। ‘পবিত্র কাবা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে' এমন ছবি আসামী কমেন্ট বক্সে পোষ্ট করে। উজ্জল হাসান তার আইডি হতে উক্ত পোষ্ট আসামী পরিতোষের ছবি সহ শেয়ার করে বিচার দাবী করে। আসামী ইসলাম ধর্মের অবমাননা করে জনগন ক্ষিপ্ত হয়। ঘর বাড়ীতে আগুন দেয়। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেভায়। আমি উক্ত পোষ্টের

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

স্ক্রীনশট পুলিশকে দেই। পুলিশ তা জব্দ করে। এই সেই স্ক্রীনশট। এই সেই জব্দ তালিকা ও স্বাক্ষর। প্রদঃ ২, ২(১)। তদন্তকালে পুলিশকে একথা বলেছি ।

জেরাXXX

কত নং ক্রমিকে স্বাক্ষর করি মনে নেই। সত্য নয় যে, সাদা কাগজে স্বাক্ষর করি। কী লিখা ছিল বলতে পারব না। আমি মোবাইল ফোনে পোষ্টের স্ক্রীনশট দেখি। আমার ফোন থেকে দেখি। বড় করিমপুর হাজীপাড়ায় স্বাক্ষর দিয়েছি। এস আই সাদ্দাম স্বাক্ষর নেয়। আমরা তিনজন স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করি। সন্ধার পর স্বাক্ষর করি। রাত অনুমান ৮/৯ টার দিকে । কাগজের কপি দেখিনি, মোবাইলে স্ক্রীনশট দেখেছি। আসামী পূর্ব হতেই ফ্রেন্ডলিস্টে ছিল । আসামীর আইডি বিএস পরিতোষ সরকার । অন্য সাক্ষীরা স্ক্রীনশটের কপি কাগজে, না মোবাইল ফোনে দেখেছে বলতে পারব না। ওয়াকতিয়া মসজিদের সামনে স্বাক্ষর করি।

সত্য নয় যে, সৈকত ও উজ্জল দুজন মিলে আসামীকে ফাঁসানোর জন্য ফেক আইডি খুলে তর্কিত পোষ্ট প্রদান করে। পুলিশ পরে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। ১৮/১০/২১ তাং জব্দ তালিকায় সই করি। ঘটনার একদিন পর। সত্য নয় যে, পুলিশের কথামতো অসত্য সাক্ষ্য দিলাম ।

PW-4

পলাশ চন্দ্র দেব

পুলিশ পরিদর্শক (O/C) পাঁচবিবি থানা, জয়পুরহাট

গত ১৮/১০/২১ খ্রিঃ তারিখ পাঁচবিবি থানার ওসি হিসাবে, কর্মরত থাকা অবস্থায় পুলিশ হেডকোয়াটাস LIC শাখার মাধ্যমে জয়পুরহাট জেলার পুলিশ সুপারের মাধ্যমে একটি জরুরী বার্তা আসে যে, ১৭/১০/২১ তাং রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় বড় ফরিদপুর গ্রামে পবিত্র কাবা শরীফ এর অবমাননাকর ছবি পোষ্ট করাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে ঘটনার আসামী পরিতোষ পাঁচবিবি থানাধীন আটাপুর ইউনিনে উচাই বাজারের পার্শ্বে তার ভগ্নিপতি অমিত, গ্রাম্য পুলিশ এর বাড়ীতে অবস্থান করছে। আমি সঙ্গীয় ফোর্স অফিসার সহ উক্ত বাড়ী থেকে আসামীকে গ্রেফতার করি ও নিরাপদ হেফাজতে রংপুরে নিয়ে এসে অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সাদ্দাম হোসেনের নিকট হস্তান্তর করি। তাকে গ্রেফতারের সময় ভিভো ফোন জব্দ করা হয়। জব্দ তালিকা এস আই জাকারিয়া খান, পাঁচবিবি থানা জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন। আসামী পরিতোষ ডকে আছেন।

জেরাXXX

পরিতোষকে এ্যারেষ্ট করার সময় আইও উপস্থিত ছিলেন না। জব্দকৃত ফোন সেটের ডিসপ্লে নষ্ট ছিল, ফাঁটা ছিল কিন্তু বাকী অংশ অক্ষত ছিল। পরিতোষের ভগ্নিপতির ঘরের খাটের পার্শ্ব মেঝেতে ফোন সেট পাই ও জব্দ করি। তখন পরিতোষ ঘরের মধ্যে ছিল না, ঘরের বাহিরে আঙ্গিনায় ছিল। জব্দ তালিকায় ২/৩ জন সাক্ষী স্বাক্ষর করেছিল ।

সঠিক মনে নেই যে, জব্দ তালিকা আঙ্গিনায় নাকি ঘরের মধ্যে করা হয়। সাক্ষী হিসাবে পুলিশের কোন সদস্য জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেছে কিনা মনে নাই। সত্য নয় যে, পীরগঞ্জের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য রংপুরের এসপি বিপ্লব কুমার সরকার এর নির্দেশে ঘটনা ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে তড়ি ঘড়ি করে জব্দকৃত ফোনসেট না পেয়েও জব্দ তালিকায় ফোনসেট জব্দ দেখানো হয়। সত্য নয় যে, গ্রেফতারের সময় পরিতোষের ভগ্নিপতির বাড়ীতে কোন ফোন সেট পাওয়া যায়নি। গ্রেফতার অভিযানে অনুমান ১০/১২ জন সদস্য ছিলাম সঠিক সংখ্যা মনে নাই। অভিযানের সময় পুলিশ পিকআপ ভ্যান দুটি ছিল । এছাড়া মটর সাইকেল কতটি ছিল মনে নেই। পরিতোষকে গ্রেফতারের সময় প্রথম কে ধৃত করে মনে নেই। আমার স্বরন নেই যে, খাটের নিচ থেকে কে মোবাইল সেট বের করে দেয়। ঘরের মধ্যে ৪/৫ জন লোক ঢুকিতেছিল। পুলিশ সদস্য ৩ জন ঘরে ঢুকেছিল। বাকী ২ জন পরিতোষের বোন ও বাড়ীর একজন পুরুষ সদস্য ছিল। আমি নিজে ঘরেরর ভিতর ছিলাম। জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী পুলিশ ঘরের মধ্যে ছিল। অপর একজন পুলিশ ঘরের ভিতর কে ছিল মনে নেই। মাটির ঘর ছিল পরিতোষের ভগ্নিপতির বাড়ীতে। একটি পুরতান খাট ছিল। পশ্চিম পুর্ব লম্বা ও দক্ষিন দিকে দরজা ছিল। ঘরের পূর্ব পার্শ্বে খাট ছিল ।

PW-5

শ্রী সুমন চন্দ্র

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আসামী পরিতোষকে চিনি। ডকে আছে। এই মামলার ঘটনায় হিন্দুপাড়ার অনেকবাড়ী পোড়ানো হয়েছে। আমি চাই ভবিষ্যতে এমন না হোক। শুনেছি আসামী পরিতোষ কাবা শরিফকে অবমাননা করে একটি পোষ্ট ফেসবুকে দেয়। পরিতোষের এই পোষ্ট দেয়াটা সঠিক হয় নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে অনেক আলামত ও জব্দ করে। সংশ্লিষ্ট পোষ্টের স্ক্রীনশট জব্দ করে। সেই জব্দ তালিকায় আমি স্বাক্ষর করি। এই সেই জব্দ তালিকা ও স্বাক্ষর । প্রদঃ ২(২)

আসামী হিন্দু হিসাবে আমার আন্তরিকতা আছে।

জেরা XXX

আমি কোন স্ক্রীনশট দেখি নি। সাদা কাগজে পুলিশের কথা মতো সাক্ষ্য দেই। আমি কিছু দেখিনি, আমি কিছু শুনিনি। আমার সামনে কিছু জব্দ হয় নি।

PW-6

মোঃ শরিফুল ইসলাম

আসামী পরিতোষ সরকারকে চিনি। আমার ফেসবুক আইডি আছে। “তালুকদার শরিফ” নামে উজ্জল হাসান আমার জুনিয়র ফ্রেন্ড। তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ১৭/১০/২১ তাং আমার ফেসবুক আইডিতে দেখি “ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক” ফেসবুক আইডি কমেন্ট বক্সে BS Poritosh Sarker নামক আইডি হতে পোষ্ট দেয় “পবিত্র কাবা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে” এমন ছবি। আসামী পরিতোষ কে আমি ফোন করে ঐ পোষ্টটা রিমুভ করতে বলি। আসামী পরিতোষ রিমুভ না করলে উজ্জল হাসান ঐ পোষ্টের স্ক্রীন শট নিয়ে পোষ্ট করে বিচার চায়। এটা জনগনের মাঝে ছড়ায়। জনমনে ক্ষোভ হয় ও মাঝি পাড়ায় আক্রমন করে। কাবা শরিফের অবমাননাকর পোষ্ট আমি আহত হই। পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ।

জেরাXXX

আমি পরিতোষ সরকারকে মেসেঞ্জারে ফোন করে পোষ্টটি ডিলিট করতে বলি। সত্য নয় যে, জবানবন্দী ও জেরায় ভিন্ন তথ্য দিয়েছি। বাড়ীতে বসে পোষ্ট দেখেছি। পরিতোষের মেসেঞ্জারে ফ্রেন্ডলিষ্টে আমি নেই। ফেসবুক ফ্রেন্ড ছাড়াও মেসেঞ্জারে কল দেয়া যায়। মোবাইল মেসেঞ্জারে কললিষ্ট মুছে ফেলেছি। সত্য নয় যে, পরিতোষকে কোন দিনই মেসেঞ্জারে কল দেই নাই। তার এন্ড্রয়েড ফোন ছিল না। এই মর্মে তথ্য জানি না। ১৭/১০/২১ তাং পোষ্টটা দেখি আনুমানিক “ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক আইডি” তে আসামী পরিতোষ ঐ ছবি দিয়ে কমেন্ট করে। আমি আইডি দেখেছি, তা আসামীর হতেও পারে, নাও পারে।I.O এর নাম S.I সাদ্দাম হোসেন কবে জবানবন্দী নেয় স্মরন নেই। উজ্জল হাসানকে চিনি। সৈকত মন্ডলকে চিনি না। সত্য নয় যে, উজ্জল ও সৈকত মিলে কথিত পোষ্ট ফেক আইডি খুলে ছড়ায় ও হিন্দুদের বাড়ী ঘর লুটপাটের জন্য পরিতোষের নামে ফেক আইডি খুলে। জন্ম তারিখ ৭/৪/২০০২।

PW-7

আবুল খায়ের রুহল আমিন

আসামী পরিতোষ সরকার ডকে আছে। ১৭/১০/২১ তাং ঘটনা রাত ৮-১০ টার সময় ঘটনা । হাফেজ আতাউর আমাকে ফোন করে জানায় যে, পরিতোষ নামে একজন কাবাঘরের অবমাননা করে ছবি পোষ্ট দেয় এবং এটাকে কেন্দ্র করে অশান্তি চলছে। “কাবা ঘরের ছবির উপর কুকুর প্রসাব করছে” এমন ছবি পোষ্ট করা হয়। লোকজন পরিতোষকে ধরার জন্য যাচ্ছে।

জেরাXXX

কার কমেন্টে কে কে করে জানি না। আমি নিজে পোষ্ট দেখিনি । রাত ৮ টার আগে আমি ঘটনা নিজে ফেসবুক চালায় না। পরিতোষ পোষ্ট দিয়েছি কিনা সন্দেহ আছে। যেহেতু পোষ্ট টা দেখি নি। সত্য নয় যে, সৈকত হিন্দু বাড়ীর লুটপাটের জন্য ফেক আইডি খুলে পোষ্ট দেয়।

PW-8

মোঃ কাউছার আলী

আসামী পরিতোষ সরকার। ডকে আছে। তাকে চিনি। ১৭/১০/২১ খ্রিঃ। আমি অনেকদিন আগে ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক নামক একটি ফেসবুক আইডি খুলেছিলাম। আসামী পরিতোষ সরকার এই আইডিতে ফেসবুক ফ্রেন্ড হয়। দুপুর ২/২.৩০ টার দিকে আসামী আমার এই আইডিতে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আসামীর BS Poritosh Sarker নামক আইডি হতে প্রোফাইল পিকচারের নীচে কমেন্টবক্সে "কাবা ঘরের উপর কুকুর প্রসাব করেছে" এমন ছবি পোষ্ট করে। আমার আইডি হতে কে বা কারা উক্ত পোষ্টের স্ক্রীনশট নেয়। একপর্যায়ে ঐ কমেন্ট ডিলিট করা হয়। ঐ দিন সন্ধার সময় লোকজন জানাজানি করে। পরিতোষের উপর লোকজন ক্ষুব্ধ হয়। ঘটনার আগে থেকেই আসামীর সঙ্গে পরিচয় ছিল ।

জেরাXXX

আমার জন্ম তারিখ ২০/৬/২০০৩। উজ্জল হাসান আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড ছিল কিনা জানি না। সৈকত মন্ডল ফ্রেন্ড ছিল কিনা জানি না। "ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক" আইডিতে অন্য আরেকজনের (প্রোফাইল পিকচারে) ছবি ছিল। কার ছবি ছিল জানি না। একজন ছেলের ছবি ডাউন লোড করে আমি সেট করি। পরিতোষের এন্ড্রয়েড ফোন ছিল কিনা জানি না। কাবাঘরের ছবি ও কুকুরের ছবি দেখেছি ঐ পোষ্টে কিন্তু কুকুরের ছবির রং মনে নেই। পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিয়েছি। ঘটনার অনুমান একমাস পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। সত্য নয় যে, সৈকত ও উজ্জল BS Poritosh Sarker নামক ফেক আইডি খুলে কথিত কমেন্ট করে ।

Pw-9
হুমায়ুন কবির হাবির

আসামী পরিতোষ ডকে আছে চিনি। ১৭/১০/২১ তাং মাঝিপাড়ায় ঘটনা। পীরগঞ্জে শুনি যে, আসামী পরিতোষ ফেসবুক আইডির কমেন্টে কাবাঘর অবমাননা সম্বলিত ছবি পোষ্ট করে । লোকজন পরিতোষের বাড়ীর দিকে যেতে থাকে। পোষ্টটা দেখেছি। ঐ পোষ্টের স্ক্রীনশট জনৈক উজ্জল হাসান আইডি হতে পোষ্ট করা হয়। ঘটনার মাঝিপাড়ায় গিয়ে দেখি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অবস্থান নেয়। হিন্দুদের বাড়ী ঘর পুড়ে দেয়া হয়, লুটপাট করা হয়। আলামত জব্দ করা হলে আমি সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করি। এই সেই জব্দ তালিকা ও স্বাক্ষর। প্রদঃ ২(৩)।

জেরাXXX

আমি কোন প্রিন্টেড স্ক্রীনশট দেখি নাই। মোবাইলে স্ক্রীনশট দেখেছি। একটি স্ক্রীনশট দেখেছি। কার পোষ্টে পরিতোষ সরকার কমেন্ট করে তা জানি। আসামী নিজের প্রোফাইলে কমেন্ট করে এই ছবি পোষ্ট করে কুকুরের ছবি কী রং এর ছিল বলতে পারব না, সত্য নয় যে, সাদা কাগজে সই করেছি। জব্দ তালিকায় কী লিখা ছিল বলতে পারব না। সত্য নয় যে, ফেক আইডি খুলে আসামীকে ফাসানো হয়।

PW-10
মোঃ মাহবুবুর রহমান (পুলিশ পরিদর্শক)

গত ১৭/১০/২১ তাং রাত্রি অনুমান ২০ ঘটিকার আমি আমার অফিস কক্ষে দাপ্তরিক কাজ করছিলাম। O/C সাহেবের নির্দেশে ও নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স হিসাবে ঘটনাস্থল মাঝিপাড়ায় পৌছি। ৪/৫ শ থেকে উত্তেজিত অবস্থায় আসামী পরিতোষের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। একপর্যায়ে অবগত হই যে, আসামী পরিতোষের ফেসবুক আইডি হতে "পবিত্র কাবা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করেছে" এমন একটি ছবি পোষ্টের খবরে জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। আমরা প্রশমনের ২০/২০ জনের টিম জনগনের উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করি। পরিতোষের বাড়ীতে জনগন আগুন দিয়েছে। জানতে পেরে জনগনকে শান্ত করার চেষ্টা করি। জনগন ও আমরা আগুননিভিয়ে ফেলি। উত্তেজিত জনতা মাঝিপাড়া এলাকায় হিন্দুদের বাড়ীঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। রাত্রি অনুমান ২১.৪৫ ঘটিকায় সরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ ঘটনাস্থলে আসে। সংশ্লিষ্ট এসিল্যান্ড ও বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে জনগনকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। অতঃপর মামলা করা হয় ।

জেরাXXX

সত্য নয় যে, মিথ্যা মামলার জন্য সকল থানা স্টাফকে প্রত্যাহার করা হয়। আসামীকে জয়পুরহাট হতে ধৃত করে নিয়ে আসার সময় ঐ থানার ওসি সাহেব ছিল কিনা স্মরন নেই । আসামী পরিতোষকে ধৃত করার পর এসপি রংপুর অফিসে হাজির করা হয় কিনা জানিনা। সত্য নয় যে, আই,ও এর কাছে কাবাশরীফের ছবির বিষয়টা ও আসামী পরিতোষের পোষ্ট বিষয় বলিনি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আসামীর পোষ্টটা ফেসবুকে দেখেছি। উত্তেজিত জনতার ফোনে। কার ফোনে দেখেছি সেটা মনে নেই। স্ক্রীনশটের কপি আই,ও এর কাছে দেখেছি। জানুয়ারীর ৮ তারিখ ২০২২ এ আইও এর কাছে জবানবন্দী দিয়েছি। ঘটনার সময় জনমনে ক্ষোভ ছিল। পরিতোষকে ধৃত করার সময় হিন্দু জনগন পালিয়ে যাচ্ছিল। হিন্দু জনগন ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। সত্য নয় যে, সৈকত মন্ডল ও উজ্জল হাসান আসামীর নামে ফেক আইডি খুলে হিন্দুদের বাড়ীঘর লুট করার জন্য কথিত পোষ্ট প্রচার করে এবং আমরা তাদের সহায়তা করি।

PW-11

মোঃ ফাত্তাহ মিয়া

আমি আসামী পরিতোষকে চিনি। ১৭/১০/২১ তারিখে সন্ধ্যা অনুমান ৭.০০ টার দিকে আমার নাতির মাধ্যমে জানতে পারি যে, ফেসবুক পোষ্ট নিয়ে মাঝিপাড়ায় জনগনের মধ্যে উত্তেজনা হচ্ছে। আমি মাঝি পাড়ায় গিয়ে দেখি, অনুমান ১০০/২০০ লোক পরিতোষের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি রাস্তার মাঝে মটর সাইকেল রেখে জনগনকে শান্ত করার চেষ্টা করি। শুনেছি ও দেখেছি যে, “কাবা ঘরের উপর কুকুর প্রসাব করেছে” এমন ছবি সম্বলিত পোষ্ট আসামী পরিতোষ করে। আমি পুলিশ এলাকার চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন আওয়ামীলিগ সভাপতি সবাইকে ফোনে জানাই 'ঘটনা। তারা সহ পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ, এসিল্যান্ড স্যার আসে ঘটনাস্থলে কে বা কাহারা মাঝিপাড়া উত্তরে জনগন আগুন দেয়। ২২/১১/২১ তারিখে পুলিশ জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষর গ্রহন করে। এই সেই জব্দ তালিকা ও আমার স্বাক্ষর । প্রদঃ -০৩ . ৩(১)।

জেরাXXX

কী আলামত জব্দ করে পুলিশ, সেটি আমাকে পুলিশ দেখায় নি। সাদা কাগজে পুলিশ স্বাক্ষর নেয়। আইও আমাকে সাক্ষী করেছে তা আমাকে বলে নি। কী বিষয়ে স্বাক্ষর নেয় তা বলেনি। স্ক্রীনশট নিজে দেখেছি। ছবি কী রং এর ছিল স্মরন নেই। আসামীর আইডি কিনা সেটা জানি না। তবে শুনেছি আসামী পরিতোষ পোষ্ট দিয়েছে। ওসি সাহেব মোবাইল ফোন সেটে আমাকে স্ক্রীনশট দেখায়। কোন পোষ্টের নীচে ঐ ছবিটা ছিল তা দেখি নি। সৈকত মন্ডল ছাত্রলীগ করে সেটা জানি। সত্য নয় যে, সৈকত মন্ডল ও উজ্জল হাসান আসামী পরিতোষের নামে ফেক আইডি খুলে এই পোষ্ট ছড়ায় ও আমি দলীয় নেতা বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম ।

PW-12

শ্রী অমুল্য সরকার

আসামী পরিতোষকে আমি চিনি। ডকে দাড়িয়ে আছে। ঘটনার তারিখ আমি জানি না। পরিতোষ আমার আত্মীয় হয়। ২০২১ সালে আসামী আমার বাড়ী পাঁচবিবি থানাস্থ উচাইল গ্রামে যায় । আমার ভাইয়ের শ্যালক হয় আসামী। পাঁচবিবি থানার পুলিশ অফিসার তিনজন আমাদের বাড়ীতে আসে। তারা পরিতোষকে নিয়ে ঘরে ঢুকে কী যেন কথাবার্তা বলে। পরে পুলিশ ঘরের বাইরে এসে বলে যে, তারা পরিতোষের ফোন জব্দ করে। এ মর্মে আমাকে সাক্ষী হতে হবে। আসামী পরিতোষকে পুলিশ ধৃত করে। জব্দ তালিকায় আমি স্বাক্ষর করি। এই সেই জব্দ তালিকা ও স্বাক্ষর। প্রদঃ ৪, ৪(১)।

জেরাXXX

ঘরের মধ্যে আমি দেখিনি ঘটনা। রুমের মধ্যে পুলিশরা সহ পাচ জন ঢুকে ছিল। পুলিশ তিনজন ছিল। এছাড়া পরিতোষের বোন ও বোনজামাই(আমার ভাই) ছিল। পুলিশ ঘরে প্রবেশ করার পাঁচ মিনিট পর অন্যরা ঘরে ঢোকে। পুলিশের হাতে মোবাইল ফোন সেট ছিল তবে সেটা পরিতোষের কাছে থেকে পেয়েছে কী না তা বলেনি। জব্দ তালিকায় কিছু লেখা ছিলো না।

PW-13

মোঃ মুক্তা সরকার

আসামীর নাম পরিতোষ সরকার। ১৭/১০/২১ তাং ঘটনা। আমি পীরগঞ্জ থানায় একই পদে কর্মরত ছিলাম। বাদীর সঙ্গীয় ফোর্স হিসাবে আমি ঘটনাস্থলে যাই। আসামী তার ফেসবুক আইডির মাধ্যমে অন্যের ফেসবুক প্রোফাইলের কমেন্ট বক্সে একটি ছবি পোষ্ট করে সেখানে দেখা যায় যে, পবিত্র “কাবা শরীফের উপর একটি কুকুর প্রসাব” করছে। উক্ত পোষ্টের সংবাদ ও জনমনে ক্ষোভের বিষয় ওসি সাহেব জানতে পারলে, আমরা তা সমাধানের জন্য বড় করিমপুর নামক গ্রামে যাই এবং দেখতে পাই শত শত উত্তেজিত জনতা আসামীর বাড়ীতে আক্রমনের চেষ্টা করছে ও

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রস্তুতি গ্রহন করছে। একপর্যায়ে জনগন মাঝিপাড়া কসবা গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ীতে আগুন দেয়। এসিল্যান্ড ও সার্কেল স্যারের নির্দেশে শর্টগানের গুলি ছোড়া হয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গের পর আমরা চলে আসি।

জেরাXXX

কী পোষ্টে কমেন্ট করে বলতে পারব না। একজনের মোবাইল ফোনে দেখেছি পোষ্টটা। কোন আইডি থেকে ছবি ছাড়া হয়েছে বলতে পারব না। ঘটনার দিনই আইও জিজ্ঞাসাবাদ করে ও জবানবন্দী গ্রহন করে। সত্য নয় যে, বাদী সিনিয়র কর্মকর্তা হওয়ায় আমি মিথ্যা সাক্ষ্যদিলাম।

PW-14

মোঃ সুদিপ্ত শাহিন এস.আই (নিঃ)

গত ১৭/১০/২১ খ্রিঃ ইং তারিখে একই পদে পীরগঞ্জ থানায় কর্মরত থাকাবস্থায় রাত্রি অনুমান ৮.০০ ঘটিকার সময় ওসি সাহেবের ফোনে একটি সংবাদ আসে পীরগঞ্জ থানাধীন বড় করিমপুর কসবা গ্রামের পরিতোষ নামে হিন্দু ছেলে পবিত্র "কাবা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে" এমন ছবি ফেসবুকে পোষ্ট করে এবং ঐ এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে জমায়েত হচ্ছে। প্রতিবাদ জানানোর জন্য ওসি এর নেতৃত্বে আমি ৩০/৩৫ জন অফিসার ফোর্স সরকারী গাড়ী ও মটর সাইকেল যোগে পরিতোষের বাড়ীর সামনে উপস্থিত হই। দেখি, কয়েকশ লোক পরিতোষের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। দেখি সাবেক সেনা সদস্য ফাত্তাহ গিয়ে হাত উচু করে লোকজনকে থামানোর চেষ্টা করে। আমরা লোকজনকে শান্ত থাকার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকি। লোকজন পরিতোষের ফেসবুক পোষ্ট পরস্পরকে দেখাতে থাকে। মুহুর্তে কয়েক হাজার লোক জমায়েত হয়। পরিতোষের বাড়ীর সামনে খড়ের গাদায় উত্তেজিত জনগন আগুন দেয়। পরিতোষের বাড়ী ভাংচুর করতে না পেরে কসবা উত্তরপাড়া (মাঝিপাড়া) হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বাড়ীঘর ভাংচুর। মন্দির ভাংচুর করে আগুন দেয়। আসামী BS পরিতোষ সরকার নামক ফেসবুক আইডি হতে উক্ত পোষ্ট করে। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক, নামক ফেসবুক আইডির কমেন্ট বক্সে আসামী পোষ্ট করে। পরিতোষের উক্ত পোষ্টের স্ক্রীনশট ও পরিতোষের ছবি সহ উক্ত স্ক্রীন শট জনৈক উজ্জল হাসান ফেসবুকে পোষ্ট দেয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা হয়।

জেরাXXX

স্ক্রীনশট আমি নিজে দেখেছি। মোবাইল ডিভাইসে প্রিন্ট করা অবস্থায় দেখি নি। কার মোবাইলে দেখেছি মনে নেই। পোষ্ট ছবির রং মনে নাই। তবে কিছুটা কালো রং এর ছবি ছিল। কমেন্ট বক্সের কত নং ক্রমিকে ছিল তা বলতে পারব না। কমেন্ট বক্সের আগের পিছনে কী কমেন্ট ছিল তা দেখিনি। কমেন্ট সময় মনে নেই। প্রয়োজনীয় মনে হয় নি। হিন্দু পল্লীতে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সত্য নয় যে, বাদী সিনিয়র পুলিশ অফিসার হওয়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। সত্য নয় যে, উজ্জল ও সৈকত মন্ডল ফেক আইডিত খুলে পরিতোষ এর নামে পোষ্ট দিয়েছে। পরিতোষের আইডি ইংরেজীতে ছিল BS Poritosh Sarker।

PW-15

মোঃ জামিউল ইসলাম (এস.আই)

গত ১৭/১০/২১ খ্রিঃ ইং তাং রাত ৮.১০ ঘটিকায় আমি একই পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় ওসি সাহেবের সঙ্গীয় ফোর্স হিসাবে পীরগঞ্জ থানাধীন বড় করিমপুর কসবা গ্রামে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে যাই। আসামী পরিতোষ সরকার ফেসবুকে পোষ্ট দেয়। লোকজন ফেসবুকের পোষ্ট আমাদের দেখায়। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক নামক ফেসবুক আইডির কমেন্টবক্সে আসামী "কাবা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে" এমন ছবি পোষ্ট করেন। এই পোষ্টে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে আসামী সহ হিন্দু জেলে পল্লীতে বাড়ীঘর ভাংচুর করে আগুন দেয়। প্রশাসনের লোকজন সেখানে যায়। আসামীর ফেসবুক আইডি BS Porisoh Sarker " আসামী ডকে আছে। আমি নিজে উক্ত পোষ্ট দেখেছি ।

জেরাXXX

আসামী পরিতোষ সরকার পোষ্ট দেয়। কমেন্ট দেখিনি। আসামীর আইডি ইংরেজীতে ছিল। বানান মনে নাই পোষ্টের আগের ও পরের পোষ্ট দেখিনি। কার মোবাইলে পোষ্ট দেখেছি স্মরন নেই। আসামীর পোষ্টের ছবির রং কী ছিল মনে নেই। রাত্রি অনুমান ৮.৩০ ঘটিকায় পোষ্ট দেখি। সত্য নয়

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

যে, আসামী পরিতোষ পোষ্ট দেয়নি এবং জনৈক উজ্জল ও সৈকত ফেক আইডি খুলে এই পোষ্ট দেয়। সত্য নয় যে, রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য লুটপাট কারীদের সহায়তা করি এবং বাদী সিনিয়র হওয়ায় মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিলাম।

PW-16

মোঃ নূর এ আলম সিদ্দিকী (এ.এস.আই)

গত ১৭/১০/২১ তাং রাত ৮.০০ টার দিকে একই থানায় কর্মরত থাকাবস্থায় ওসি স্যারের সঙ্গীয় ফোর্স হিসাবে বড় করিমপুর কসবা নামক গ্রামে উপস্থিত হই। আসামী পরিতোষ সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের । তিনি মুসলিমের "পবিত্র কাবা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে" এমন ছবি ফেসবুকে পোষ্ট করায় জনমনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আসামী তার ফেসবুক আইডি BS Porisoh Sarker " হতে ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক নামক আইডিতে কমেন্ট বক্সে উক্ত ছবি পোষ্ট করে। উত্তেজিত জনতা এক পর্যায়ে মাঝিপাড়া হিন্দু পল্লীতে ভাংচুর করে। আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রশাসনের সর্ব পর্যায়ের লোকজন ও কর্মকর্তারা সমবেত হয়। AC (Land) স্যারের নির্দেশে শর্টগানের গুলি ছোড়া হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ী এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। আসামী ডকে আছে ।

জেরাXXX

আসামীর প্রোফাইল পিকচার দেখি নি। সত্য নয় যে, জনৈক উজ্জল ও সৈকত ফেক আইডি সৃষ্টি করে উক্ত পোষ্ট দেয়। BS Poritosh Sarker এমন ইংরেজী বানানে আসামীর ফেসবুক আইডি ছিল পোষ্টের ছবির রং কালো ছিল। সত্য নয় যে, হিন্দু ঘর লুটপাটের উদ্দেশ্যে জনৈক উজ্জল এই পোষ্ট দেয় এবং ফায়দা লোটার জন্য পরিতোষকে আসামী করা হয়। সত্য নয় যে, বাদী সিনিয়র পুলিশ হওয়ায় তার কথামতো মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম । কার মোবাইলে পোষ্ট দেখি স্মরন নেই।

PW-17

মোঃ জাকারিয়া খান (এস.আই-পাঁচবিবি থানা জয়পুরহাট)

গত ১৮/১০/২১ খ্রিঃ তারিখ একই পদে পাঁচবিবি থানায় কর্মরত থাকা অবস্থায় ওসি মহোদয় উর্দ্ধতনের নির্দেশ মতো জানতে পারেন যে, আসামী পরিতোষ সরকার পাঁচবিবি থানায় উচাই বাজারে অবস্থান করছে। আমরা সেখানে গিয়ে আসামী গ্রেফতারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। পরে আসামী পাঁচবিবি থানায় উচাই গ্রামে তার দুলাভাই অমিতের বাড়ীতে অবস্থান করে মর্মে জানতে পারি ও সেখানে যাই। আসামী আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পলানোর চেষ্টা করে। বাড়ীর পার্শ্বে ধানের ক্ষেতে তাকে আমরা ধৃত করি। দেহ তল্লাশী করি। আসামীর ভাষ্য মতে তার দুলাভাইয়ের শয়ন ঘরের খাটের নীচ হতে একটি ভিভো এন্ড্রয়েড ফোন সেট উদ্ধার করা হয়। পরিতোষের বোন ও দুলা ভাই ঐ ফোনটা পরিতোষের মর্মে জানায়। আসামী পরিতোষও এটা স্বীকার করে। ফোন সেট উদ্ধার করে জব্দ তালিকা করা হয়। বিধি মতে আমি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করি। এই সেই জব্দ তালিকা সেখানে স্বাক্ষর আমার। প্রদঃ ৪(২)। ফোন সেট অত্রআদালতে আছে ।

জেরাXXX

দুটি পিকআপ ও মোটর সাইকেল কয়েকটি যোগে আমরা আসামীকে ধরতে যাই। আসামীর বোনের বাড়ীর ১০০ মিটার অনুমান দুরে আমরা গাড়ী পার্ক করি। সর্বপ্রথম কে বাড়ীতে প্রবেশ করে তা মনে নেই আমরা ৪/৫ জন মিলে আসামীকে ধরি।

সত্য নয় যে, আমরা আসামীকে পীরগঞ্জ থেকে ধরে জয়পুরহাটে নিয়ে যাই। কয়জন ঘরে প্রবেশ করেছিলাম স্মরন নাই। সত্য নয় যে, আসামীর বোনের ঘর হতে আলামত জব্দ করা হয় নি। জব্দ তালিকার সাক্ষী দুজন স্থানীয় ও দুজন পুলিশ। পরিতোষের দেখানো মতে, তার বোনের ঘর হতে ফোন সেট উদ্ধার করা হয়। জব্দ তালিকার সাক্ষীরা আমার সঙ্গে ছিল। সাক্ষীরা সহ আমি ঘরে প্রবেশ করি। কে আগে প্রবেশ করে স্মরন নেই। তবে ওসি স্যার প্রথমে তারপর আমি ঘরে প্রবেশ করি। আমরা ৫/৬ জন পরে বলে ৪/৫ জন ঘরে প্রবেশ করি। পরিতোষের বোন ও দুলা ভাই ছিল। জব্দকৃত আলামত বিধি মতে সিলগালা করি। আলামতের প্যাকেটে স্বাক্ষীদের স্বাক্ষর নেয় নি। প্যাকেটে সনাক্ত করা চিহ্ন দেই নি। মোবাইলের গ্লাস ভাঙ্গা ছিল। মোবাইল ফোনসেট অফ ছিল। ঘটনাস্থলেই জব্দ তালিকা করা হয়। সত্য নয় যে, পরিতোষের বোনের বাড়ীতে কোন ফোন সেট জব্দ করা হয়নি এবং নাটক সাজিয়ে উর্দ্ধতনের নির্দেশে এই জব্দ নাটক করা হয় ।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

PW-18

মোঃ সোহেল রানা, পাঁচবিবি থানা, জয়পুরহাট

গত ১৮/১০/২১ তাং পাঁচ বিবি থানায় একই পদে কর্মরত থাকাবস্থায় ওসি সাহেবের সঙ্গীয় ফোর্স হিসেবে আসামী পরিতোষ সরকারকে গ্রেফতার অভিযানে ছিলাম। আসামী তার বোনের বাসায় আছে মর্মে সংবাদ পেয়ে উচাই গ্রামে যাই। আসামী আমাদের দেখে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। আমরা তাকে ধৃত করি। আসামীর দেখানো মতে তার বোনের ঘর হতে একটি ভিভো এন্ড্রয়েড সেট উদ্ধার পূর্বক বিধি মতে জব্দ তালিকা করা হয়। আমি সাক্ষী হিসাবে সাক্ষর করি। এই সেই জব্দ তালিকা ও স্বাক্ষর । প্রদঃ ৪(৩)।

জেরাXXX

বিকেল অনুমান ৫ টার দিকে থানা থেকে যাই। আমরা ওসি স্যারের গাড়ীতে যাই। মোট কয়টা গাড়ী যায় স্মরন নেই। উচাই বাজারে প্রথমে যাই। আসামীকে না পাওয়ায় তার বোনের বাড়ীতে যাই । উচাই বাজার থেকে তার বোনের বাড়ী $\frac{1}{2}$ কিঃ মিঃ। আমরা ৫/৬ জন আসামীকে ধৃত করি। জাকারিয়া স্যার ও আমি আসামীকে ধরি। আসামীর বোনের ঘরে আমরা যাই। ওসি স্যার জাকারিয়া স্যার আমরা ৪/৫ জন ঘরে ঢুকি। আমরা ৫/৬ জন পুলিশ পাবলিক ৩/৪ জন অনুমান ঘরে প্রবেশ করি। পরিতোষ ও তার বোনের দেখানো মতে মোবাইল ফোন সেট উদ্ধার করা হয় । আমাদের সাথে সাথে আসামীর বোন ও দুলা ভাই প্রবেশ করে ঘরে । আমাদের পর পরেই ঢুকে ওসি স্যারও ঢুকে। জাকারিয়া ও ওসি স্যার ঘরে ছিল। তারা খাটের নীচে থেকে বের করে। জাকারিয়া স্যার খাটের নীচ হতে বের করে। কয়জন জব্দ তালিকা সাক্ষী ছিল খেয়াল নেই। থানায় এসে জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর গ্রহন করে জাকারিয়া স্যার। ঘটনাস্থলে মোবাইল সেট সীলগালা করা হয়। কী রং এর প্যাকেট ছিল মনে নেই। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

PW-19

মোঃ শহিদুল ইসলাম মন্ডল (এ.এস.আই), পীরগঞ্জ থানা, রংপুর।

গত ১৭/১০/২১ ইং একই পদে পীরগঞ্জ থানায় কর্মরত থাকাকালে রাত্রি অনুমান ২০ ঘটিকার সময় পীরগঞ্জ থানা চত্বরে অবস্থানকালে ওসি স্যারের ম্যাসেজের মাধ্যমে জানতে পারি যে, করিমপুর কসবা এলাকায় অভিযানে যেতে হবে। ফেসবুকে পোষ্টকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলার অবনতির আশংকায় নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে সঙ্গীয় ফোর্স হিসাবে বড় করিমপুর মসজিদে যাই। ৪০০/৫০০ লোক সমবেত হয়ে আসামী পরিতোষের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য চেষ্টারত ছিলেন। এলাকার জনৈক ফাত্তাহ (অবঃ সেনা সদস্য) ও পুলিশের ওসি সহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা জনগনকে শান্ত থাকার অনুরোধ করেন। পরিতোষের বাড়ী এলাকা আমরা ঘিরে রাখি। উত্তেজিত জনতা পাশের হিন্দু অধ্যুষিত মাঝিপাড়া গ্রামে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। লোকজন ফেসবুকে আসামী পরিতোষের পোষ্ট করা স্ক্রীনশট দেখায় যে, ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক ফেসবুক আইডির প্রোফাইল কমেন্টবক্সে BS Poritosh Sarker আইডি হতে “পবিত্র কাবা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে” এমন ছবি পোষ্ট করা হয়। এই পোষ্টের স্ক্রীনশট ভাইরাল হয় ও জনগন উত্তেজিত হয়।

জেরাXXX

জনগনের ফোনে পোষ্টের স্ক্রীনশট দেখেছি। কার মোবাইলে দেখেছি মনে নেই। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক আইডির প্রোফাইল পিকচার মনে নেই। রঙ্গিন ছবি দেখেছি। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম ছবির কুকুরের রং কালো ছিল।

PW-20

মোঃ গোলাম মোস্তফা (কং-৯২০)

গত ১৭/১০/২১ তাং রাত অনুমান ২০ ঘটিকায় থানায় কর্মরত থাকাবস্থায় ওসি স্যারের সঙ্গীয় ফোর্স হিসাবে বড় করিমপুর যাই। আসামী পরিতোষের বাড়ীতে শত শত লোক দেখি। আমরা উত্তেজিত জনগনকে শান্ত করি। লোকজনের মোবাইলে “কাবাশরিফের উপর কুকুর প্রসাব করছে” এমন ফেসবুকপোষ্ট দেখি। লোকজন আসামী পরিতোষের দেয়া ফেসবুক পোষ্টকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত হয়ে হিন্দু মাঝিপাড়া পল্লীতে আগুন লাগায়, লুটপাট ভাংচুর করে। এসিল্যান্ড সার্কেল স্যারের নির্দেশে শর্ট গানের গুলিও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ফায়ার সার্ভিসের লোক এসে আগুন নেভায়।

জেরাXXX

স্বচক্ষে পোষ্টের স্ক্রীনশট মোবাইলে দেখেছি। কার মোবাইলে দেখি মনে নাই। সত্য নয় যে, স্ক্রীনশট দেখি নি এবং মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। কোন ছবির নীচে আসামী কমেন্ট করে মনে নাই।

PW- 21

রেজাউল করিম (কং-১৬৭১)

গত ১৭/১০/২১ তাং পীরগঞ্জ থানায় কর্মরত ছিলাম। রাত্রি ২০ ঘটিকার সময় ওসি স্যারের সঙ্গীয় ফোর্স হিসাবে বড় করিমপুর এলাকায় যাই। হিন্দু ছেলে পরিতোষের ফেসবুক পোষ্টকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ন্ত্রনের জন্য আমরা যাই। শত সহস্র লোকের সমাগম দেখি। “কাবাশরীফের ছবির উপর কুকুর প্রসাব করেছে” এমন ছবির স্ক্রীনশট পোষ্ট জনগনের মোবাইলে ছড়িয়ে পড়ে। জনগনের মধ্যে অনেকে পরিতোষের বাড়ী আক্রমনের চেষ্টা করি। আগুন আমরা রক্ষা করি। জনগন পরে হিন্দুপাড়া কসবা উত্তরপাড়া জেলে পল্লীতে আগুন ধরায়, ভাংচুর ও লুটপাট করে ২১.৪৫ ঘটিকায় সার্কেল স্যার, এসি ল্যান্ড স্যারের নির্দেশে শর্টগানের গুলি ছুড়ি। টিয়ারশেল নিক্ষেপ করি। লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়। ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রন করে।

জেরাXXX

মোবাইল ফোনে পোষ্টের স্ক্রীনশট দেখি। কার মোবাইলে দেখি স্মরন নেই। আমি সাদাকালো স্ক্রীনশন দেখি। কোন ছবির নীচে আসামী কমেন্ট বক্সে পোষ্ট করে মনে নেই। সত্য নয় যে, বাদী পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তা হওয়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম

PW- 22

মোঃ খারুল ইসলাম (সহঃ কমিশনার (ভূমি) চরভদ্রাসন উপজেলা ফরিদপুর)

গত ১৭/১০/২১ খ্রিঃ তারিখ পীরগঞ্জ উপজেলায় সহঃ কমিশনার (ভুমি) পদে ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কর্মরত ছিলাম। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জানতে পেরে আমি পীরগঞ্জস্থ মাঝিপাড়া গ্রামে ওসি পীরগঞ্জ এর সঙ্গে দেখা হয়। ধর্ম অমনাননাকর পোষ্টকে কেন্দ্র করে জনগনকে উত্তেজিত হতে দেখি। BS PoritoshSarker নামীয় ফেসবুক আইডি হতে কমেন্ট বক্সে একটি পোষ্ট করে। “পবিত্র কাবা শরীফের ছবির উপর কুকুর প্রসাব করছে” এমন পোষ্ট এর স্ক্রীনশট এলাকায় জনগনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। জনগন উত্তেজিত হয়ে উঠলে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য আমার নির্দেশে গুলিবর্ষন ও টিয়ারসেল নিক্ষেপ করা হয়। এলাকায় জ্বালাও পোড়াও লুটপাট হয়েছে। পরিতোষ পোষ্ট দিয়েছে মর্মে শুনেছি জনৈক উজ্জল হাসান সেই পোষ্ট ব্যাপক ভাবে প্রচার করে।

জেরাXXX

কাবা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে এমন একটি পোষ্ট মোবাইল ফোনে দেখেছি। অনেকের ফোনে দেখেছি। পুলিশ সদস্যের ফোনে দেখেছি। কার ফোনে তার নাম মনে নেই। “ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক নামক গ্রুপে ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে আসামীর এই পোষ্ট দেখি। কোন পোষ্টের কমেন্টবক্সে তা মনে নেই। কমেন্টের আগে ও পরের পোষ্ট দেখি নি। সত্য নয় যে, সরকারের নির্দেশে তাদের কথামতো জবানবন্দী দিলাম। সত্য নয় যে, পিপির কথামতো, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

PW-23

শেখ আসিব হাসান (এস.আই)

আইউটি ফরেনসিক, সিআইডি, ঢাকা ।

গত ২৮/১০/২১ তাং একই পদে একই অফিসে কর্মরত থাকাবস্থায় পীরগঞ্জ থানার মামলা নং-২৩, ২৩/১০/২১ এর তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে গৃহীত আলামত বিধি মতে তদন্ত ও পরীক্ষা করে এক পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করি। এই সেই ফরেনসিক রিপোর্ট ও স্বাক্ষর। প্রদঃ ৫. ৫(১)।

জেরাXXX

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত। রিপোর্টে আলামত সিলগালা অবস্থায় পেয়েছি তা লিখা নেই তবে আলামত রিসিভ করার সময় সিলগালা ছাড়া কোন আলামত গ্রহন করা হয় নি। মতামত কলামে URL ও নিউমেরিক আইডি বিষয়ে মতামত প্রদান করিনি। আলামতের Storage মেমোরিতে কিছু পাওয়া যায় নি। কোন আইডি হতে পোষ্ট করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। পোষ্টটি পাবলিক পোষ্ট ছিল কিনা তা বের করা যায় নি। ফোনের ডিসপ্লে ভাঙ্গা থাকায় তা করা যায় নি মর্মে উল্লেখ আছে। স্ক্রিনশট নিউমেরিক আইডি ও লিংক ছিল না কোন পোষ্টের কোন কমেন্ট বক্সে আসামী পোষ্ট করে তার লিংক আইও প্রেরন করেন নি। মতামত ১ নং এর মেসেজের অর্থ পোষ্ট পরবর্তীতে পাবলিক থেকে Only me করা হতে পারে, বা delete করা হতে পারে বা সকলগ্রুপে শেয়ার করা হতে পারে। সুনির্দিষ্ট ভাবে কি হয়েছে তার বের করা সম্ভব হয় নি। জব্দকৃত ফোন হতে প্রচার করা হয় কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি তবে ঐ ফোন হতে প্রকাশিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

PW-24

রুশো বণিক (এস.আই)আইটি ফরেনসিক ল্যাব সি.আই.ডি ঢাকা

গত ০২/১২/২১ খ্রিঃ তারিখ অত্র মামলার আলামতের ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য আমার উপর দায়িত্ব অর্পিত হইলে আমি বিধি মতে আলামতের আইডি ফরেনসিক পরীক্ষা সম্পাদন করি । এক পৃষ্ঠার রিপোর্ট ও সংযুক্ত পাতা ৬ দাখিল করি। এই সেই রিপোর্ট ও স্বাক্ষর । প্রদঃ ৬, ৬(১)

জেরা**XXX**

Vivo ফোন পরীক্ষা করিনি। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক আইডিতে কোন পোষ্টের কমেন্টে কাবাশরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে এমন ছবি পোষ্ট করা হয়ে কিনা এমন প্রশ্ন, আইও জানতে চান নি। আসামী কমেন্ট বক্সে পোষ্ট করেছে কিনা তা আইও আমার কাছে জানতে চাননি। আসামীর আইডি সম্পর্কে আমার কাছে কিছু জানতে চাওয়া হয়নি।

PW-25

আবু সালেক (এ.এস.আই)পীরগঞ্জ থানা, রংপুর।

গত ১৭/১০/২১ তাং অত্র মামলার বাদী ও পীরগঞ্জ থানা পুলিশের সঙ্গীয় ফোর্স হিসাবে ঘটনাস্থল মাঝিপাড়া গিয়েছিলাম ফেসবুক পোষ্টকে কেন্দ্র করে গোলমাল নিরসনে।

জেরাXXX Declined.

Pw-26

মোঃ সাদ্দাম হোসেন, এস.আই (নিরস্ত্র)নীলফামারী থানা

গত ১৭/১০/২১ পীরগঞ্জ থানা, রংপুরে একই পদে কর্মরত ছিলাম। ১৮/১০/২১ তাং অত্র মামলার তদন্তভার আমার উপর অর্পিত হলে আমি মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন পূর্বক ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সুচীপত্র পৃথক কাগজে প্রস্তুত করি। আসামীর পোষ্টকৃত ফেসবুক পোষ্টের স্ক্রীনশট সাক্ষীর নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়ে জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করি ১৮/১০/২১ তারিখে বাদীকে ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করি। সাক্ষীদের জবানবন্দী Cr.P.C ১৬১ ধারায় রেকর্ড করি। প্রযুক্তির মাধ্যমে আসামীর অবস্থান সনাক্ত করার পর ইমেইল মাধ্যমে পাঁচবিবি থানার ওসি বরাবর অভিযান পত্র প্রেরন করি। আমি ও সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স সহ পাঁচবিবি থানা বরাবর রওয়ানা করি। পাঁচবিবি থানা পুলিশ আসামীকে গ্রেফতার পূর্বক তার নিকট হতে একটি Vivo মোবাইল ফোন সেট ও গ্রামীন ফোনের সীমকার্ড (4G) জব্দ করে। আসামী, জব্দকৃত আলামত সহ আমরা আমার থানা পীরগঞ্জে আসি ও আসামীকে বুঝে নিই। আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তি মুলক জবানবন্দী দেয়ার জন্য রাজী হওয়ায় বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করি। আসামী Cr. P.C ১৬৪ ধারা প্রদত্ত বক্তব্য বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট রেকর্ড করে জেল হাজতে প্রেরন করেন। জব্দকৃত আলামত বিধি মতে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য প্রেরন করি। স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দীর কপি পর্যালোচনা পূর্বক ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক নামক আইডির পরিচালককে সনাক্ত করে তার ফোন জিডি মুলে জব্দ করে যাচাইয়ের জন্য সিআইডি তে প্রেরন করি। আসামীর পোষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে ৩ জন সাক্ষীর Cr, P.C ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহন করি ও ৩ জন সাক্ষী Cr, P.C ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন। ফরেনসিক পরীক্ষার মোট দুটি রিপোর্ট প্রাপ্ত হয়ে তা পর্যালোচনা করি। গোপনে ও প্রকাশ্যে তদন্ত করি। আসামীর বয়স, পেশা, চরিত্র যাচাই করি। তদন্তে আসামী পরিতোষ সরকার @ পরিতোষ রায় এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রমানিত হওয্যয্ পীরগঞ্জ থানার CS নং-৫১, তাং ২৬/২/২২ ধারা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫(২)/২৮(২)/ ২৯(২)/৩১(২) দাখিল করি। এই সেই খসড়া মানচিত্র ও সুচীপত্র ও স্বাক্ষর। প্রদঃ ৭.৭(১)। ১৮/১০/২১ খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকা ও স্বাক্ষর । প্রদঃ ২(৪)। ২২/১১/২১ খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকা ও স্বাক্ষর। প্রদঃ ৩(১)। আসামী হস্তান্তর নামায্ আমার স্বাক্ষর আছে। এই সেই স্বাক্ষর প্রদঃ ৮. ৮(১)। এই সেই মোবাইল ফোন সেট ও সিম কার্ড বস্তু প্রদঃ I সিরিজ। ১৮/১০/২১ খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকায্ উল্লেখিত স্ক্রীনশটের দুই পাতা। প্রদঃ ৯, ১০। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক আইডি সংক্রান্ত ফোন সেট পরীক্ষা করে আসামীর বক্তব্যের সঙ্গে মিল যাওয্া যায্ নি। বিজ্ঞ আদালত হতে সাক্ষী কাওছার আলী Redmi Note 10 ফোন সেটটি জিম্মায্ গ্রহন করে। আমি জব্দকৃত আলামত দুটি সীম যুক্ত একটি মোবাইল ফোনসেট ফরেনসিক পরীক্ষার পর বিধি মতে প্রকৃত মালিক বরাবর জিম্মানামা সম্পাদন পূর্বক জিম্মায্ প্রদান করি। এই সেই জিম্মাদাতাও স্বাক্ষর গ্রহনকারীর প্রদঃ ১৫, ১৫(১) আমি জিম্মা গ্রহনকারীর স্বাক্ষর চিনি। জব্দকৃত আলামতের জিম্মা প্রদান বিষয্ক প্রতিবেদন ও স্বাক্ষর আমার। প্রদঃ ১৬. ১৬(১)। আসামী পরিতোষ সরকার ডকে আছে তাকে চিনি ।

জেরাXXX

সত্য নয্ যে, এ,এস আই নুর আলম, আবু সালেহ, শহীদুল ইসলামের জবানবন্দী Cr, P.C ১৬১ ধারায্ রেকর্ডের সময্ হুবহু কাট পেষ্ট করে ব্যবহার করি। তাদের জবানবন্দীর শেষ লাইন একই। সত্য নয্ যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। সত্য নয্ যে, অন্য সকল সাক্ষীর জবানবন্দী প্রথম ২/৩ লাইন বাদে হুবহু একই । সত্য নয্ যে, জব্দ তালিকার সাক্ষীদের ১৬১ ধারার জবানবন্দী হুবহু একই। খসড়া মানচিত্র একটি। আসামী পরিতোষকে গ্রেফতারের সময্ গ্রেফতারের স্থানে উপস্থিত ছিলাম না। পরে পরিদর্শন করি। আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত আলামত আমার নিকট হস্তান্তরের সময্ খামের মধ্যে ছিল কিন্তু তা সিলগালা করা ছিল না। আসামীকে গ্রেফতার করা হয্ যে ঘরে তা কোন মুখী তা স্বরন নাই। আমি ঐ ঘরে যাইনি তবে বাড়ীতে গিয়েছি। আলামত জব্দের স্থানের খসড়া মানচিত্র অংকন করিনি। সত্য নয্ যে, উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তার মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে চার্জশীট দিয়েছি। আসামীর নিকট হতে জয্পুরহাট থানা পুলিশ তার উপস্থাপন মতে জব্দ করা হয্। বাড়ীর আঙ্গিনা থেকে ফোন জব্দ করা হয্। আলামত সনাক্তকারী চিহ্ন দিয়ে জব্দকারী কর্মকর্তা আমার নিকট আলামত হস্তান্তর করে। সত্য নহে যে, আজকের আলামত জব্দকৃত আলামত নয্। জব্দকারী কোন ট্যাগ আলামতের প্যাকেটে লাগায্নি। জব্দকারী কর্মকর্তা যে প্যাকেটে আলামত হস্তান্তর করে সে প্যাকেটে সাক্ষীদের স্বাক্ষর ছিল না। আলামতের সীলগালা করা হয্ বিজ্ঞ আদালতে ফরেনসিক পরীক্ষার পূর্বে। আলামত জব্দ করার সময্ অনুমান ১৫/২০ জন লোক ছিল। জব্দ করার সময্ পুলিশটিমে কত মেম্বার ছিল তা জানা নেই। সাক্ষীরা মোবাইল ফোনে স্ক্রীনশট দেখায্ ও প্রিন্ট করি। সাক্ষীরা সফট কপি উস্থাপন করে এবং প্রিন্ট করে হার্ড কপি জব্দ করি। উপস্থাপনের পর পরই প্রিন্ট করি। ২২/১১/২১ তাং আলামত জব্দের সময্ ওসি, পীরগঞ্জ উপস্থিত ছিলেন না। আসামীকে পীরগঞ্জ থানায্ জয্পুরহাট থানা পুলিশ আমাকে বুঝিয়ে দেয্। জয্পুর হাট থানায্ আমি আসামীকে প্রথম দেখি। প্রথম দেখার সময্ মনে নেই। তিনজন সাক্ষীদের Cr, P.C ১৬১ ধারায্ জবানবন্দী রেকর্ডের পর Cr, P.C ১৬৪ ধারায্ রেকর্ডের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবর উপস্থাপন করি।

সত্য নয্ যে, সাক্ষীদের আমি শিখিয়ে দেই, কী বলতে হবে বিজ্ঞ আদালতে। সত্য নয্ যে, আসামীকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নেয্া হয্ ও ডিআইজি অফিসে নেয্া হয্। আসামীকে Cr. P.C ১৬৪ ধারায্ জবানবন্দী দেয্ার জন্য আমি প্ররোচনা দেই সত্য নয্। আমি আসামীকে উপস্থাপন করি। বিজ্ঞ আদালতে। জব্দকৃত ফোনটি Vivo Phone।

আসামীর দুলাভাইয়ের বাড়ী, পরিতোষের বাড়ী নয়। সত্য নয্ যে,পরিতোষের জবানবন্দী আমি ভিডিওতে রেকর্ড করি এবং পরিতোষকে ক্রসফায়ারের হুমকি দেই এবং ১৬৪ ধারার জবানবন্দী দেওয়ার বিনিময়ে তাকে মুক্ত করার আশ্বাস দেই। সত্য নয় যে, আসামী পরিতোষ তর্কিত পোস্ট দেয্নি এবং জনৈক উজ্জল ও সৈকত দুইজন মিলে তর্কিত পোস্ট প্রচার করে এবং লুটপাট সংগঠনে সহয্তা করার জন্য চার্জ সীট দাখিল করি সত্য নহে যে, ভালোবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক এর মালিককে বাচাঁনোর জন্য মিথ্যা তদন্ত করি এবংতদন্ত ত্রুটি পূর্ণ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

জেরা XXX

সত্য নয্ যে, আমার গলা জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায্ ও উপরের নির্দেশে তাকে ক্রসফায়ারের

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হমকি দেই। সত্য নয় যে, আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দেয়ার জন্য ক্রসফায়ারের ভয় দেখাই। সত্য নয় যে, আসামী জবানবন্দী দেয়ার সময় আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসের দরজায় অস্ত্র নিয়ে দাড়িয়ে ছিলাম। যে ছবির নীচে পরিতোষ কমেন্ট করে সেটা জব্দ করিনি এবং সেই ছবি কার বা কিসের সেটা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিনি। আমি আইটি তে মাস্টার্স করেছি। সত্য নয় যে, URL ও নিউমেরিক আইডি সহ স্ক্রীনশট সাক্ষীরা জমা দেয়নি। জব্দকৃত স্ক্রীনশটে URL ও নিউমেরিক আইডি ছিল না।

সত্য নয় যে, আই,টি বুঝেও উক্ত উপাত্ত ছাড়া স্ক্রীনশট জব্দ করি। জব্দকৃত সীমের রেজিষ্ট্রেশন যাচাই করা হয় নি। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিকের ফোন ০১৭১৭৩৩৩৫০৯ নং এর মালিকানা যাচাই করা হয় নি। সত্য নয় যে, জব্দকৃত সীম জব্দকৃত সেটে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয় নি। সত্য নহে যে, পরিতোষের আইডি জব্দকৃত সেটে লগ ইন ছিল কিনা এমন প্রশ্ন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞকে করিনি। সত্য নয় যে, ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক/হিমেল হাওয়া আইডির পরিচিতি জানতে চাইলেও পরিতোষের আইডির পরিচিতি ফরেনসিকে জানতে চাইনি শুধু পরিতোষকে ফাসানোর জন্য। সত্য নয় যে, জব্দকৃত কর্মকর্তার দেয়া প্যাকেটে তার স্বাক্ষর ছিল না এবং বর্তমান আলামতের প্যাকেটে আমার স্বাক্ষর নেই। আমার স্বাক্ষর মোবাইল ফোনের সেটে নেই। সত্য নয় যে, আসামীর আইডি তথ্য সি/এস এ নেই এবং ১৮.১০.২১ তারিখ রিপোর্ট দেয়ার দায়িত্ব পাই। তদন্ত চলা কালে অন্য মামলা তদন্ত বিষয়ে CD -তে নোট দিয়েছি কিনা স্মরণ নাই।

PW-27

মোঃ ফজলে এলাহী খান

সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

গত ১৯/১০/২১ খ্রিঃ তারিখ একই পদে রংপুরে কর্মরত ছিলাম। অত্র মামলার আসামী শ্রী পরিতোষ সরকার এর স্বেচ্ছা প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী Cr, P.C ১৬৪ ধারার বিধান মতে রেকর্ড করি। এই সেই তিন পাতার জবান বন্দি সেখানে স্বাক্ষর আমার। মোট ছয়টি স্বাক্ষর। প্রদঃ ১১ সিরিজ। বিগত ২৪/০১/২২ খ্রি: তারিখে একই পদে রংপুরে কর্মরত থাকা অবস্থায় তদন্তকারী কর্মকতা কতৃক উপস্থাপিত সাক্ষী মোঃ শরিফুল ইসলাম @ শরিফুল তালুকদার, মো: কাউসার আলী, মো: মাহমুদুল হাসান, এর জবানবন্দি Cr, P.C ১৬৪ ধারা রেকর্ড করি। এই সেই সাক্ষী শরিফুল ইসলামের জবানবন্দি সেখানে সাক্ষী আমার সামনে স্বাক্ষর করেন ও আমি স্বাক্ষর করি। প্রদ: ১২ সিরিজ। এই সেই সাক্ষী মোঃ কাওসার আলীর জবানবন্দি ও স্বাক্ষর সেখানে সাক্ষী স্বাক্ষর করেন ও আমি স্বাক্ষর করি। প্রদঃ ১৩ সিরিজ। এই সেই সাক্ষী মোঃ মাহামুদুল হাসান এর জবানবন্দী ও স্বাক্ষর সেখানে সাক্ষী স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেন ও আমি স্বাক্ষর করি। প্রদঃ ১৪ সিরিজ। আসামী ও সাক্ষীদের জবানবন্দী বিধিমতে রেকর্ড করি।

জেরাXXX

ফরম নং-M-45 এর উল্লেখিত বিধান আসামীকে বুঝিয়ে দিলে আসামী স্বেচ্ছায় জবানবন্দী প্রদান করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামীকে আমার আদালতে উপস্থাপন করেন। জবানবন্দী গ্রহনের পুর্বে আমি এজাহারে পড়ি। আসামীর মুখ থেকে শুনে ও দেখে তার বয়স রেকর্ড করি। কোন ডকুমেন্ট দেখিনি। আমি নিজেই জবানবন্দী টাইপ ও স্বাক্ষর করি। আসামীকে ১৮/১০/২১ তারিখে গ্রেপ্ততার করা হয়। আসামীকে জিজ্ঞাসা করে তারিখ জানতে পারি। সত্য নয় যে, কারো শেখানো মতে সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ড করার বিষয়ে নোট দেয়া হয়নি। গ্রেপ্তারের সময় থেকে আমার আদালতে উপস্থাপন পর্যন্ত সময় আসামী কোথায় ছিল তা নোট দেয়া হয়নি। তবে ঐ সময় পুলিশের নিকট ছিল।আসামীকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে (রিমান্ডে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।

সত্য নয় যে, স্বীকারোক্তির ভাষা আসামীর নয়। সত্য নয় যে, আমার চিন্তার সঙ্গে আসামীর চিন্তা ভাবনার মিশ্রন ঘটিয়ে জবানবন্দীর ভাষা ঠিক করি। সন্ধ্যা ৬.১০ ঘটিকায় জবানবন্দী লিখা শুরু করি। কত ঘটিকায় শেষ করি তা লিখা নেই। আসামীকে রাত আটটার আগে আসামীকে হস্তান্তর করি। খাস কামরায় কেন রেকর্ড করি তা জবানবন্দীতে নোট দেয়া হয়নি। আইও এর ফরোয়াডিং লেটার দেখেছি গ্রেফতারের তারিখ বিষয়ে। ৫ নং দফায় উল্লেখিত প্রশ্ন আসামীকে বুঝিয়েছি মর্মে নোট দেয়া আছে। সত্য নয় যে, আসামী কর্তৃক স্বেচ্ছা প্রদত্ত জবানবন্দী প্রদান করা হয় নি। সত্য নয় যে, সাক্ষীদের জবানবন্দী বিধি না মেনে রেকর্ড করি। সত্য নয় যে, ক্রসফায়ারের ভয় দেখায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ও এরপর জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। সত্য নয় যে, আসামী চাপের মুখে স্বীকারোক্তি দেয়। সত্য নয় যে, ফরমের নির্দেশনাবলী পরিপালন না করে মেকানিক্যালী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

স্বীকারোক্তি মুলক জবানবন্দী রেকর্ড করি। গ্রেফতারের পর আসামীকে পুলিশ সুপরের কার্যালযে নিযে ভয় দেখানোর তথ্য রেকর্ডে নেই। সত্য নয় যে, আসামীর বয়স যাচাই করিনি।

DW-১

শ্রীপরিতোষ রায় @ সরকার

আমি এই মামলার সঙ্গে জড়িত নয়। আমি টাচ্ ফোন কেনার মতো সামর্থ্য নেই। ১৭/১০/২১ খ্রিঃ তারিখ বটের হাট, পীরগঞ্জ বাজারে সকালে চা খাওয়ার জন্য যাই এবং শুনতে পাই যে, উজ্জ্বল নামের এক ব্যক্তি 'দেবী' কে নিযে খারাপ পোষ্ট দিযেছে এবং আমরা উজ্জ্বল কে গালিগালাজ করি। উজ্জ্বল আমার উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কাকাতো ভাই 'শযন' এর নিকট থেকে শেয়ার ইটের মাধ্যমে আমার ছবি নেয়। সে আমার নামে ভুয়া পোষ্ট ছড়ায়। স্ক্রীনসট ইডিট করে উজ্জ্বল পোষ্ট দেয়। সন্ধ্যাবেলায় জনগনের মধ্যে ধর্ম অবমানাকর পোষ্টের বিষযে গুজব ছড়িযে পড়লে আমি আতংক গ্রস্ত হযে গ্রাম উচাই ছেড়ে বোনের বাড়ী উচাই বাজার, জয়পুরহাট যাবার পথে পুলিশ আমাকে ধরে। পুলিশ জয়পুরহাট এস.পি অফিসে আমাকে নিযে যায়। সেখান থেকে তারা আমার বোনের বাসায় নিযে আসে। পুলিশ আমাকে গাড়ীতে রেখে বলে যে, একটি ফোন জব্দ করা হযেছে, এটা মিডিয়াতে দেখানো হবে। পরে পুনরায় এস.পি অফিস জয়পুরহাটে নিযে যায়। সেখান থেকে রংপুর এসপি অফিসে নেযি আসে। এসপি রংপুর আমাকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে। পুলিশ সাদ্দাম নামীয় একজন আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নিযে আসে এবং হুমকি দেয়। সাদ্দাম স্যার বলে যে, তার শেখানো মতে কথা বললে আমাকে তারা বাঁচাতে পারবে। ভয় পেযে আমি সাদ্দাম স্যারের কথামতো বলতে রাজী হই। সাদ্দাম স্যার বলে, ম্যাজিস্ট্রেট স্যারের কথা মতো হ্যা বললেই চলবে। পরে সব প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলি। ম্যাজিস্ট্রেট স্যারের সামনে যা বলেছি তা আমার কথা নয়। আমি নির্দোষ। উজ্জ্বল ও পুলিশের সাদ্দাম স্যার আমাকে ফাঁসিযেছে। আমাকে কারাগারে প্রায় সাতমাস কনডেমসেলে রাখা হযেছিল। পরে বলে একটি রুমে একাকী রাখা হযেছিল। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে দেযনি। বিচার চাই ।

জেরা XXX

সত্য নয় যে, টাচ্ ফোন কেনার সামর্থ নেই এই মিথ্যা তথ্য দিযেছি। সত্য নয় যে, উজ্জ্বল আমার কাকাতো ভাইযের নিকট থেকে শেয়ার ইটের মাধ্যমে আমার ছবি নেযনি। সত্য নয় যে, আমাকে কনডম সেলে রাখা হযনি।সত্য নয় যে, আমি গুজব ছড়াইনি। সত্য নয় যে, পুলিশ কর্মকর্তা সাদ্দাম ও পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা আমাকে প্রভাবিত করে জবানবন্দি গ্রহণ করেছে। সত্য নয় যে, BS Poritosh Sarker নামক আইডি হতে কোন পোষ্ট দেযা হযনি। আমি বাবার ব্যবসার কাজে (মাছের ব্যবসা) সাহায্য করি। ক্রসফাযারের হুমকি দিযেছে বা পুলিশ আমাকে ভয় দিখিযেছে এ মর্মে কোন জি.ডি বা সংবাদ সম্মেলন আমি করিনি। জেল কর্তৃপক্ষ আমার সমস্যা শুনেছিল। বিষযগুলো আমি বিজ্ঞ আদালতকে জানাযনি। সত্য নয় যে, আমাকে ক্রযসফাযারের ভয় দেখাযনি পুলিশ। জনৈক উজ্জ্বল আমার ছবি সংগ্রহ করে ফেসবুক হিসাব বানায়। উজ্জলের সঙ্গে আমার বা আমার পরিবারের কোন বিরোধ নেই। আমার বোনের বাড়ীতে উচাই জয়পুরহাট যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তার আগেই পুলিশধৃত করে। উচাই বাজারের কোন দোকানদারের নাম জানি না। সত্য নয় যে, উচাই বাজারে পুলিশ ধৃত করেনি। সত্য নয় যে, জব্দকৃত ফোন সেটের স্ক্রীন আমি ভেঙ্গে ফেলি ইচ্ছা করে। সত্য নয় যে, এস.পি অফিসে আমাকে নিযে গালাগাল করে মর্মে মিথ্যা জবানবন্দি দিযেছি। সত্য নয় যে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শেখানো মতে জবানবন্দি দিযেছি মর্মে মিথ্যা তথ্যা দিযেছি। সত্য নয় যে, পুলিশ কর্মকর্তা সাদ্দাম সব কথা শিখিযে দেয় কোর্টের সামনে যাবার সময় এমন অসত্য জবানবন্দি দেই। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাফাই সাক্ষ্য দিযেছি।

Re-calজবানবন্দী

ম্যাজিস্ট্রেট স্যার যা লিখেছে তা আমার কথা নয়, সেকথা গুলা আমি বলিনি।

জেরা**XXX**

সত্য নয় যে আমি যা বলেছি তা ম্যাজিস্ট্রেট স্যার লিখেছেন।"

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সাইবার ট্রাইব্যুনাল, রংপুর কর্তৃক বিগত ইংরেজি ০৫.০২.২০২৩ তারিখের আদেশ নং ২৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো।

সি.ডি নং- ফৌঃ ৩৭৬/২০২৩

জেলাঃ রংপুর ।

মোকামঃ সাইবার ট্রাইব্যুনাল, রংপুর।

উপস্থিতঃ জনাব, মোঃ আবদুল মজিদ,
বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ)
সাইবার ট্রাইব্যুনাল, রংপুর।

রাষ্ট্র বনাম শ্রী পরিতোষ সরকার ওরফে পরিতোষ রায়---------আসামী।

সিটি কেস-৯০/২০২২

ক্রঃ নং	তারিখ	আদেশ	স্বাক্ষর
২৩	০৫.০২.২০২৩	অদ্য মামলার যুক্তিতর্ক শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। আসামি পরিতোষ সরকার @ পরিতোষ রায় হাজির। তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক রায় পর্যন্ত জামিন বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষ হাজির। নথি পেশ করা হলো। দেখলাম। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো। রায় পর্যন্ত জামিন বর্ধিত করনের সমর্থনে আসামি পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, আসামি নিয়মিত হাজিরা প্রদান করেছেন বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে জামিন বর্ধিতকরণ আবশ্যক। রাষ্ট্র পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দান সহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করণের অভিযোগ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ২৫(২)/২৮(২)/২৯ (১)/৩২(২) ধারার অভিযোগ ইতিমধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আসামির উপস্থিতিতে রায় ঘোষনা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য আসামি পক্ষে দাখিলী আবেদন মঞ্জুর করার কোন আইনগত সুযোগ নেই। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবণ ও সমগ্র নথি পর্যালোচনা করা হলো। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যুক্তিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসামির উপস্থিতিতে রায় ঘোষনা	

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

		করা ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন বিধায় ও উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য বিবেচনায় আসামি পক্ষে রায় পর্যন্ত জামিন বর্ধিতকরনের আবেদন না-মঞ্জুর করা হলো। আসামিকে C/W মূলে জেল হাজতে প্রেরণ করা হোক। আগামী ০৮/০২/২৩ খ্রিঃ তারিখ রায়। আমার কথিত মতে লিখিত। স্বাক্ষর অস্পষ্ট	

অত্র আপীলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলোঃ

১. পরিতোষ সরকার ওরফে পরিতোষ রায়ের নিকট কোন এনড্রয়েড মোবাইল ফোন আদৌ ছিল কিনা?

২. পরিতোষ সরকার ওরফে পরিতোষ রায়ের কোন ফেইসবুক একাউন্ট ছিল কিনা?

৩. পরিতোষ সরকার ওরফে পরিতোষ রায় তার ফেইসবুক একাউন্ট থেকে ঘটনার দিন, সময় এবং স্থানে কথিত পোষ্টটি প্রদান করেছিলেন কিনা?

রাষ্ট্রপক্ষে ১নং স্বাক্ষী* মোঃ ইসমাইল হোসেন *(এস.আই) তার জেরায় বলেছেন যে, "উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি এজাহার করেছি। ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আসামীর ফোন (জব্দকৃত) থেকে এই পোষ্ট দেখেছি। আমি ফোন সেট জব্দ করিনি। আই,ও জব্দ করেছে। আসামীর মোবাইল সেট অক্ষত ছিল। আই,ও জব্দ করেছে *অক্ষত* অবস্থায় তা শুনেছি। আসামীর ফেসবুক লিংক *BS Poritosh Sarker.www.com*/ ১৭/১০/২১ তাং বিকেল ৩ টার দিকে আমি স্ক্রীনশট দেখি। কথিত পোষ্টে "মক্কা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে" মর্মে ছিল। আসামী কথিত কমেন্ট করে। এলাকায় ৪/৫শ জন লোক ছিল। থানার সকল পুলিশ উপস্থিত ছিল। ঐ সময় পরিতোষ পলাতক ছিল। মোবাইল সঙ্গে ছিল। সত্য নয় যে, শপথ পূর্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। সত্য নয় যে, আসামীর মোবাইল সেটে পোষ্ট দেখেছি ঘটনার সময় এবং আজ বলেছি শপথ পূর্বক ঘটনাস্থলে আমরা রাত ৮ টার দিকে পৌঁছি। আমরা পৌঁছার আগে জানা ফেসবুকে পোষ্ট দেখে উত্তেজিত হয়। সত্য নয় যে, আসামীকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয় পোষ্ট ছড়ানোর আগেই। আসামী যখন জয়পুরহাটে গ্রেফতার হয় তখন রংপুরের ঘটনা স্থলে দাঙ্গা চলছিল। হিন্দুদের

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ঘর বাড়ী পোড়ানো হয়েছিল। হিন্দুরা বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় প্রান ভয়ে। জন সমাবেশ দেখে আমরাও শংকিত হই। রংপুর থেকে রিজার্ভ পুলিশ কল করা হয়। সত্য নয় যে, ঐ সময় হিন্দুরা আমাদের কথামতো মুভমেন্ট করে। সত্য নয় যে, আসামী পরিস্থিতির শিকার এবং জনৈক সৈকত মন্ডল ও উজ্জল হোসেন নিজেরাই আসামীর নামে ফেসবুক এ্যাকাউন্ট খোলে ও কমেন্ট বক্সে কথিত ছবি পোষ্ট করে। আসামীর ফোন সেটে মেমোরী কার্ড ছিল কিনা বলতে পারব না। সত্য নয় যে, আসামীর *Android* সেট ছিল না। সত্য নয় যে, জনৈক *সৈকত* মন্ডল ও উজ্জল *হাসান* আসামীর নিকট হতে কৌশলে ছবি নিয়ে ভুয়া ফেইসবুক হিসাব খোলে । সত্য নয় যে, ফেইসবুক হিসাব সনাক্তকারী ডিভাইস আমাদের ছিল না। সত্য নয় যে, আসামীর আইডি ফরেনসিক পরীক্ষা না করেই এজাহার করেছি। তবে ফরেনসিক পরীক্ষা পরে করা হয়। সত্য নয় যে, আইন শৃঙ্খলা জনিত কারনে স্থানীয় জনগনকে শান্ত করার জন্য তাড়াহুড়া করে এই এজাহার করেছি এবং পোষ্ট না দেখেই মামলা করি।"

রাষ্ট্রপক্ষে ২নং স্বাক্ষী* মোঃ মোফাজ্জল হোসেন @ বাদল, সভাপতি, আওয়ামীলীগ, ১৩ নং রামনাথপুর, ইউ.পি*) তার জেরায় বলেছেন যে, " আমি নিজে পোষ্ট দেখি নাই, শুনেছি। কার পোষ্টে পরিতোষ কমেন্ট দিয়েছিল। বলতে পারব না। কী পোষ্টে কমেন্ট দিয়ে ছিল বলতে পারব না, ওসি সাহেবের মোবাইলে পোষ্টটি দেখি। আসামী পরিতোষের বাড়ী পোড়া যায়নি। তবে পাশে জেলে হিন্দু পল্লী পুড়ে যায়। হিন্দু লোকজন হাঙ্গামার সময় পালিয়ে যায়। সত্য নয় যে, পোষ্টটি পরিতোষের নয় এবং সৈকত মন্ডলের পরিকল্পিত ফেক হিসাবে পোষ্ট দেয়া হয়। সত্য নয় যে, সৈকত ও উজ্জল পরিতোষের নামে ফেক আইডি খুলে এই পোষ্ট দেয়। ওসি সাহেবের সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিলাম। এস,আই ইসমাইল হোসেন ও পরিচিত। সত্য নয় যে, পুলিশের নির্দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম ।"

রাষ্ট্রপক্ষে ৩নং স্বাক্ষী* মোঃ মাহামুদুল হাসান *তার জেরায় বলেছেন যে, "কত নং ক্রমিকে স্বাক্ষর করি মনে নেই। সত্য নয় যে, সাদা কাগজে স্বাক্ষর করি। কী লিখা ছিল বলতে পারব না। আমি মোবাইল ফোনে পোষ্টের স্ক্রীনশট দেখি। আমার ফোন থেকে দেখি। বড় করিমপুর হাজীপাড়ায় স্বাক্ষর দিয়েছি। এস আই সাদ্দাম স্বাক্ষর নেয়। আমরা তিনজন স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করি। সন্ধার পর স্বাক্ষর করি। রাত অনুমান ৮/৯ টার দিকে । কাগজের কপি দেখিনি, মোবাইলে স্ক্রীনশট দেখেছি। আসামী পূর্ব হতেই ফ্রেন্ডলিস্টে ছিল । আসামীর আইডি বিএস পরিতোষ সরকার । অন্য সাক্ষীরা স্ক্রীনশটের কপি কাগজে, না মোবাইল ফোনে দেখেছে বলতে পারব না। ওয়াকতিয়া মসজিদের সামনে স্বাক্ষর করি। সত্য নয় যে, সৈকত ও উজ্জল দুজন মিলে আসামীকে ফাঁসানোর জন্য ফেক আইডি খুলে তর্কিত পোষ্ট প্রদান করে। পুলিশ পরে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। ১৮/১০/২১ তাং জব্দ তালিকায় সই করি। ঘটনার একদিন পর। সত্য নয় যে, পুলিশের কথামতো অসত্য সাক্ষ্য দিলাম ।"

রাষ্ট্রপক্ষে ৪নং স্বাক্ষী* পলাশ চন্দ্র দেব পুলিশ পরিদর্শক (*O/C*) পাঁচবিবি থানা, জয়পুরহাট *তার জেরায় বলেছেন যে, "পরিতোষকে এ্যারেষ্ট করার সময় আইও উপস্থিত ছিলেন না। জব্দকৃত ফোন সেটের ডিসপ্লে নষ্ট ছিল, ফাঁটা ছিল কিন্তু বাকী অংশ অক্ষত ছিল। পরিতোষের ভগ্নিপতির ঘরের খাটের পার্শ্ব মেঝেতে ফোন সেট পাই ও জব্দ করি। তখন পরিতোষ ঘরের মধ্যে ছিল না, ঘরের বাহিরে আঙ্গিনায় ছিল। জব্দ তালিকায় ২/৩ জন সাক্ষী স্বাক্ষর করেছিল । সঠিক মনে নেই যে, জব্দ তালিকা আঙ্গিনায় নাকি ঘরের মধ্যে করা হয়। সাক্ষী হিসাবে পুলিশের কোন সদস্য জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেছে কিনা মনে নাই। সত্য নয় যে, পীরগঞ্জের হিন্দু

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

মুসলিম দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য রংপুরের এসপি বিপ্লব কুমার সরকার এর নির্দেশে ঘটনা ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে তড়ি ঘড়ি করে জব্দকৃত ফোনসেট না পেয়েও জব্দ তালিকায় ফোনসেট জব্দ দেখানো হয়। সত্য নয় যে, গ্রেফতারের সময় পরিতোষের ভগ্নিপতির বাড়ীতে কোন ফোন সেট পাওয়া যায়নি। গ্রেফতার অভিযানে অনুমান ১০/১২ জন সদস্য ছিলাম সঠিক সংখ্যা মনে নাই। অভিযানের সময় পুলিশ পিকআপ ভ্যান দুটি ছিল । এছাড়া মটর সাইকেল কতটি ছিল মনে নেই। পরিতোষকে গ্রেফতারের সময় প্রথম কে ধৃত করে মনে নেই। আমার স্বরন নেই যে, খাটের নিচ থেকে কে মোবাইল সেট বের করে দেয়। ঘরের মধ্যে ৪/৫ জন লোক ঢুকিতেছিল। পুলিশ সদস্য ৩ জন ঘরে ঢুকেছিল । বাকী ২ জন পরিতোষের বোন ও বাড়ীর একজন পুরুষ সদস্য ছিল। আমি নিজে ঘরেরর ভিতর ছিলাম। জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী পুলিশ ঘরের মধ্যে ছিল। অপর একজন পুলিশ ঘরের ভিতর কে ছিল মনে নেই। মাটির ঘর ছিল পরিতোষের ভগ্নিপতির বাড়ীতে। একটি পুরতান খাট ছিল। পশ্চিম পুর্ব লম্বা ও দক্ষিন দিকে দরজা ছিল। ঘরের পূর্ব পার্শ্বে খাট ছিল ।”

রাষ্ট্রপক্ষে ৫নং স্বাক্ষী* শ্রী সুমন চন্দ্র *তার জেরায় বলেছেন যে, “আমি কোন স্ক্রীনশট দেখি নি। সাদা কাগজে পুলিশের কথা মতো সাক্ষ্য দেই। আমি কিছু দেখিনি, আমি কিছু শুনিনি। আমার সামনে কিছু জব্দ হয় নি।”

রাষ্ট্রপক্ষে ৬নং স্বাক্ষী* মোঃ শরিফুল ইসলাম *তার জেরায় বলেছেন যে, “ আমি পরিতোষ সরকারকে মেসেঞ্জারে ফোন করে পোষ্টটি ডিলিট করতে বলি। সত্য নয় যে, জবানবন্দী ও জেরায় ভিন্ন তথ্য দিয়েছি। বাড়ীতে বসে পোষ্ট দেখেছি। পরিতোষের মেসেঞ্জারে ফ্রেন্ডলিষ্টে আমি নেই। ফেসবুক ফ্রেন্ড ছাড়াও মেসেঞ্জারে কল দেয়া যায়। মোবাইল মেসেঞ্জারে কললিষ্ট মুছে ফেলেছি। সত্য নয় যে, পরিতোষকে কোন দিনই মেসেঞ্জারে কল দেই নাই। তার এন্ড্রয়েড ফোন ছিল না। এই মর্মে তথ্য জানি না। ১৭/১০/২১ তাং পোষ্টটা দেখি আনুমানিক “ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক আইডি” তে আসামী পরিতোষ ঐ ছবি দিয়ে কমেন্ট করে। আমি আইডি দেখেছি, তা আসামীর হতেও পারে, নাও পারে।I.O এর নাম S.I সাদ্দাম হোসেন কবে জবানবন্দী নেয় স্মরন নেই। উজ্জল হাসানকে চিনি। সৈকত মন্ডলকে চিনি না। সত্য নয় যে, উজ্জল ও সৈকত মিলে কথিত পোষ্ট ফেক আইডি খুলে ছড়ায় ও হিন্দুদের বাড়ী ঘর লুটপাটের জন্য পরিতোষের নামে ফেক আইডি খুলে। জন্ম তারিখ ৭/৪/২০০২।”

রাষ্ট্রপক্ষে ৭নং স্বাক্ষী* আবুল খায়ের রুহল আমিন *তার জেরায় বলেছেন যে, “কার কমেন্টে কে কে করে জানি না। আমি নিজে পোষ্ট দেখিনি । রাত ৮ টার আগে আমি ঘটনা নিজে ফেসবুক চালায় না। পরিতোষ পোষ্ট দিয়েছি কিনা সন্দেহ আছে। যেহেতু পোষ্ট টা দেখি নি। সত্য নয় যে, সৈকত হিন্দু বাড়ীর লুটপাটের জন্য ফেক আইডি খুলে পোষ্ট দেয়।”

রাষ্ট্রপক্ষে ৮নং স্বাক্ষী* মোঃ কাউছার আলী *তার জেরায় বলেছেন যে, “আমার জন্ম তারিখ ২০/৬/২০০৩। উজ্জল হাসান আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড ছিল কিনা জানি না। সৈকত মন্ডল ফ্রেন্ড ছিল কিনা জানি না। “ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক” আইডিতে অন্য আরেকজনের (প্রোফাইল পিকচারে) ছবি ছিল। কার ছবি ছিল জানি না। একজন ছেলের ছবি ডাউন লোড করে আমি সেট করি। পরিতোষের এন্ড্রয়েড ফোন ছিল কিনা জানি না। কাবাঘরের ছবি ও কুকুরের ছবি দেখেছি ঐ পোষ্টে কিন্তু কুকুরের ছবির রং মনে নেই। পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিয়েছি। ঘটনার অনুমান একমাস পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। সত্য নয় যে, সৈকত ও উজ্জল BS Poritosh Sarker নামক ফেক আইডি খুলে কথিত কমেন্ট করে ।”

রাষ্ট্রপক্ষে ৯নং স্বাক্ষী* হুমায়ুন কবির হাবির *তার জেরায় বলেছেন যে, “আমি কোন প্রিন্টেড স্ক্রীনশট দেখি নাই। মোবাইলে স্ক্রীনশট দেখেছি। একটি স্ক্রীনশট দেখেছি। কার পোষ্টে পরিতোষ সরকার কমেন্ট করে তা জানি। আসামী নিজের প্রোফাইলে কমেন্ট করে এই ছবি পোষ্ট করে কুকুরের ছবি কী রং এর ছিল বলতে পারব না, সত্য নয় যে, সাদা কাগজে সই করেছি। জব্দ তালিকায় কী লিখা ছিল বলতে পারব না। সত্য নয় যে, ফেক আইডি খুলে আসামীকে ফাসানো হয়।”

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

রাষ্ট্রপক্ষে ১০নং স্বাক্ষী* মোঃ মাহবুবুর রহমান (পুলিশ পরিদর্শক) *তার জেরায় বলেছেন যে,

"সত্য নয় যে, মিথ্যা মামলার জন্য সকল থানা স্টাফকে প্রত্যাহার করা হয়। আসামীকে জয়পুরহাট হতে ধৃত করে নিয়ে আসার সময় ঐ থানার ওসি সাহেব ছিল কিনা স্মরন নেই । আসামী পরিতোষকে ধৃত করার পর এসপি রংপুর অফিসে হাজির করা হয় কিনা জানিনা। সত্য নয় যে, আই,ও এর কাছে কাবাশরীফের ছবির বিষয়টা ও আসামী পরিতোষের পোষ্ট বিষয় বলিনি। আসামীর পোষ্টটা ফেসবুকে দেখেছি। উত্তেজিত জনতার ফোনে। কার ফোনে দেখেছি সেটা মনে নেই। স্ক্রীনশটের কপি আই,ও এর কাছে দেখেছি। জানুয়ারীর ৮ তারিখ ২০২২ এ আইও এর কাছে জবানবন্দী দিয়েছি। ঘটনার সময় জনমনে ক্ষোভ ছিল। পরিতোষকে ধৃত করার সময় হিন্দু জনগন পালিয়ে যাচ্ছিল। হিন্দু জনগন ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। সত্য নয় যে, সৈকত মন্ডল ও উজ্জল হাসান আসামীর নামে ফেক আইডি খুলে হিন্দুদের বাড়ীঘর লুট করার জন্য কথিত পোষ্ট প্রচার করে এবং আমরা তাদের সহায়তা করি।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১১নং স্বাক্ষী* মোঃ ফাত্তাহ মিয়া *তার জেরায় বলেছেন যে, "কী আলামত জব্দ করে পুলিশ, সেটি আমাকে পুলিশ দেখায় নি। সাদা কাগজে পুলিশ স্বাক্ষর নেয়। আইও আমাকে সাক্ষী করেছে তা আমাকে বলে নি। কী বিষয়ে স্বাক্ষর নেয় তা বলেনি। স্ক্রীনশট নিজে দেখেছি। ছবি কী রং এর ছিল স্মরন নেই। আসামীর আইডি কিনা সেটা জানি না। তবে শুনেছি আসামী পরিতোষ পোষ্ট দিয়েছে। ওসি সাহেব মোবাইল ফোন সেটে আমাকে স্ক্রীনশট দেখায়। কোন পোষ্টের নীচে ঐ ছবিটা ছিল তা দেখি নি। সৈকত মন্ডল ছাত্রলীগ করে সেটা জানি। সত্য নয় যে, সৈকত মন্ডল ও উজ্জল হাসান আসামী পরিতোষের নামে ফেক আইডি খুলে এই পোষ্ট ছড়ায় ও আমি দলীয় নেতা বলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম ।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১২নং স্বাক্ষী* শ্রী অমুল্য সরকার *তার জেরায় বলেছেন যে, "ঘরের মধ্যে আমি দেখিনি ঘটনা। রুমের মধ্যে পুলিশরা সহ পাচ জন ঢুকে ছিল। পুলিশ তিনজন ছিল। এছাড়া পরিতোষের বোন ও বোনজামাই(আমার ভাই) ছিল। পুলিশ ঘরে প্রবেশ করার পাঁচ মিনিট পর অন্যরা ঘরে ঢোকে। পুলিশের হাতে মোবাইল ফোন সেট ছিল তবে সেটা পরিতোষের কাছে থেকে পেয়েছে কী না তা বলেনি। জব্দ তালিকায় কিছু লেখা ছিলো না।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১৩নং স্বাক্ষী* মোঃ মুক্তা সরকার *তার জেরায় বলেছেন যে, "কী পোষ্টে কমেন্ট করে বলতে পারব না। একজনের মোবাইল ফোনে দেখেছি পোষ্টটা। কোন আইডি থেকে ছবি ছাড়া হয়েছে বলতে পারব না। ঘটনার দিনই আইও জিজ্ঞাসাবাদ করে ও জবানবন্দী গ্রহন করে। সত্য নয় যে, বাদী সিনিয়র কর্মকর্তা হওয়ায় আমি মিথ্যা সাক্ষ্যদিলাম।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১৪নং স্বাক্ষী* মোঃ সুদিপ্ত শাহিন এস.আই (নিঃ) *তার জেরায় বলেছেন যে,

"স্ক্রীনশট আমি নিজে দেখেছি। মোবাইল ডিভাইসে প্রিন্ট করা অবস্থায় দেখি নি। কার মোবাইলে দেখেছি মনে নেই। পোষ্ট ছবির রং মনে নাই। তবে কিছুটা কালো রং এর ছবি ছিল। কমেন্ট বক্সের কত নং ক্রমিকে ছিল তা বলতে পারব না। কমেন্ট বক্সের আগের পিছনে কী কমেন্ট ছিল তা দেখিনি। কমেন্ট সময় মনে নেই। প্রয়োজনীয় মনে হয় নি। হিন্দু পল্লীতে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সত্য নয় যে, বাদী সিনিয়র পুলিশ অফিসার হওয়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। সত্য নয় যে, উজ্জল ও সৈকত মন্ডল ফেক আইডিত খুলে পরিতোষ এর নামে পোষ্ট

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দিয়েছে। পরিতোষের আইডি ইংরেজীতে ছিল BS Poritosh Sarker।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১৫নং স্বাক্ষী **মোঃ জামিউল ইসলাম (এস.আই)** ***তার জেরায় বলেছেন যে,*** "আসামী পরিতোষ সরকার পোষ্ট দেয়। কমেন্ট দেখিনি। আসামীর আইডি ইংরেজীতে ছিল। বানান মনে নাই পোষ্টের আগের ও পরের পোষ্ট দেখিনি। কার মোবাইলে পোষ্ট দেখেছি স্মরন নেই। আসামীর পোষ্টের ছবির রং কী ছিল মনে নেই। রাত্রি অনুমান ৮.৩০ ঘটিকায় পোষ্ট দেখি। সত্য নয় যে, আসামী পরিতোষ পোষ্ট দেয়নি এবং জনৈক উজ্জল ও সৈকত ফেক আইডি খুলে এই পোষ্ট দেয়। সত্য নয় যে, রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য লুটপাট কারীদের সহায়তা করি এবং বাদী সিনিয়র হওয়ায় মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিলাম।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১৬নং স্বাক্ষী **মোঃ নূর এ আলম সিদ্দিকী (এ.এস.আই)** ***তার জেরায় বলেছেন যে,*** "আসামীর প্রোফাইল পিকচার দেখি নি। সত্য নয় যে, জনৈক উজ্জল ও সৈকত ফেক আইডি সৃষ্টি করে উক্ত পোষ্ট দেয়। BS Poritosh Sarker এমন ইংরেজী বানানে আসামীর ফেসবুক আইডি ছিল পোষ্টের ছবির রং কালো ছিল। সত্য নয় যে, হিন্দু ঘর লুটপাটের উদ্দেশ্যে জনৈক উজ্জল এই পোষ্ট দেয় এবং ফায়দা লোটার জন্য পরিতোষকে আসামী করা হয়। সত্য নয় যে, বাদী সিনিয়র পুলিশ হওয়ায় তার কথামতো মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম । কার মোবাইলে পোষ্ট দেখি স্মরন নেই।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১৭নং স্বাক্ষী **মোঃ জাকারিয়া খান (এস.আই-**পাঁচবিবি থানা জয়পুরহাট**)** ***তার জেরায় বলেছেন যে,*** "দুটি পিকআপ ও মোটর সাইকেল কয়েকটি যোগে আমরা আসামীকে ধরতে যাই। আসামীর বোনের বাড়ীর ১০০ মিটার অনুমান দুরে আমরা গাড়ী পার্ক করি। সর্বপ্রথম কে বাড়ীতে প্রবেশ করে তা মনে নেই আমরা ৪/৫ জন মিলে আসামীকে ধরি। সত্য নয় যে, আমরা আসামীকে পীরগঞ্জ থেকে ধরে জয়পুরহাটে নিয়ে যাই। কয়জন ঘরে প্রবেশ করেছিলাম স্মরন নাই। সত্য নয় যে, আসামীর বোনের ঘর হতে আলামত জব্দ করা হয় নি। জব্দ তালিকার সাক্ষী দুজন স্থানীয় ও দুজন পুলিশ। পরিতোষের দেখানো মতে, তার বোনের ঘর হতে ফোন সেট উদ্ধার করা হয়। জব্দ তালিকার সাক্ষীরা আমার সঙ্গে ছিল। সাক্ষীরা সহ আমি ঘরে প্রবেশ করি। কে আগে প্রবেশ করে স্মরন নেই। তবে ওসি স্যার প্রথমে তারপর আমি ঘরে প্রবেশ করি। আমরা ৫/৬ জন পরে বলে ৪/৫ জন ঘরে প্রবেশ করি। পরিতোষের বোন ও দুলা ভাই ছিল। জব্দকৃত আলামত বিধি মতে সিলগালা করি। আলামতের প্যাকেটে স্বাক্ষীদের স্বাক্ষর নেয় নি। প্যাকেটে সনাক্ত করা চিহ্ন দেই নি। মোবাইলের গ্লাস ভাঙ্গা ছিল। মোবাইল ফোনসেট অফ ছিল। ঘটনাস্থলেই জব্দ তালিকা করা হয়। সত্য নয় যে, পরিতোষের বোনের বাড়ীতে কোন ফোন সেট জব্দ করা হয়নি এবং নাটক সাজিয়ে উর্দ্ধতনের নির্দেশে এই জব্দ নাটক করা হয় ।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১৮নং স্বাক্ষী **মোঃ সোহেল রানা, পাঁচবিবি থানা, জয়পুরহাট** ***তার জেরায় বলেছেন যে,*** "বিকেল অনুমান ৫ টার দিকে থানা থেকে যাই। আমরা ওসি স্যারের গাড়ীতে যাই। মোট কয়টা গাড়ী যায় স্মরন নেই। উচাই বাজারে প্রথমে যাই। আসামীকে না পাওয়ায় তার বোনের বাড়ীতে যাই । উচাই বাজার থেকে তার বোনের বাড়ী $\frac{1}{2}$ কিঃ মিঃ। আমরা ৫/৬ জন আসামীকে ধৃত করি। জাকারিয়া স্যার ও আমি আসামীকে ধরি। আসামীর বোনের ঘরে আমরা যাই। ওসি স্যার জাকারিয়া স্যার আমরা ৪/৫ জন ঘরে ঢুকি। আমরা ৫/৬ জন পুলিশ পাবলিক ৩/৪ জন অনুমান ঘরে প্রবেশ করি। পরিতোষ ও তার বোনের দেখানো মতে মোবাইল ফোন সেট উদ্ধার করা হয় । আমাদের সাথে সাথে আসামীর বোন ও দুলা ভাই প্রবেশ করে ঘরে । আমাদের পর পরেই ঢুকে ওসি স্যারও ঢুকে। জাকারিয়া ও ওসি স্যার ঘরে ছিল। তারা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

খাটের নীচে থেকে বের করে। জাকারিয়া স্যার খাটের নীচ হতে বের করে। কয়জন জব্দ তালিকা সাক্ষী ছিল খেয়াল নেই। থানায় এসে জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর গ্রহন করে জাকারিয়া স্যার। ঘটনাস্থলে মোবাইল সেট সীলগালা করা হয়। কী রং এর প্যাকেট ছিল মনে নেই। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১৯নং স্বাক্ষী **মোঃ শহিদুল ইসলাম মন্ডল (এ.এস.আই), পীরগঞ্জ থানা, রংপুর*তার জেরায় বলেছেন যে,*** "জনগনের ফোনে পোষ্টের স্ক্রীনশট দেখেছি। কার মোবাইলে দেখেছি মনে নেই। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক আইডির প্রোফাইল পিকচার মনে নেই। রঙ্গিন ছবি দেখেছি। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম ছবির কুকুরের রং কালো ছিল।"

রাষ্ট্রপক্ষে ২০নং স্বাক্ষী **মোঃ গোলাম মোস্তফা (কং-৯২০)** ***তার জেরায় বলেছেন যে,*** "স্বচক্ষে পোষ্টের স্ক্রীনশট মোবাইলে দেখেছি। কার মোবাইলে দেখি মনে নাই। সত্য নয় যে, স্ক্রীনশট দেখি নি এবং মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। কোন ছবির নীচে আসামী কমেন্ট করে মনে নাই।"

রাষ্ট্রপক্ষে ২১নং স্বাক্ষী **রেজাউল করিম (কং-১৬৭১)** ***তার জেরায় বলেছেন যে,*** "মোবাইল ফোনে পোষ্টের স্ক্রীনশট দেখি। কার মোবাইলে দেখি স্মরন নেই। আমি সাদাকালো স্ক্রীনশন দেখি। কোন ছবির নীচে আসামী কমেন্ট বক্সে পোষ্ট করে মনে নেই। সত্য নয় যে, বাদী পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তা হওয়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।"

রাষ্ট্রপক্ষে ২২নং স্বাক্ষী **মোঃ খায়রুল ইসলাম (সহঃ কমিশনার (ভূমি) চরভদ্রাসন উপজেলা ফরিদপুর)** ***তার জেরায় বলেছেন যে,*** "কাবা শরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে এমন একটি পোষ্ট মোবাইল ফোনে দেখেছি। অনেকের ফোনে দেখেছি। পুলিশ সদস্যের ফোনে দেখেছি। কার ফোনে তার নাম মনে নেই। "ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক নামক গ্রুপে ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে আসামীর এই পোষ্ট দেখি। কোন পোষ্টের কমেন্টবক্সে তা মনে নেই। কমেন্টের আগে ও পরের পোষ্ট দেখি নি। সত্য নয় যে, সরকারের নির্দেশে তাদের কথামতো জবানবন্দী দিলাম। সত্য নয় যে, পিপির কথামতো, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।"

রাষ্ট্রপক্ষে ২৩নং স্বাক্ষী **শেখ আসিব হাসান (এস.আই) আইউটি ফরেনসিক, সিআইডি, ঢাকা** ***তার জেরায় বলেছেন যে,*** "আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত। রিপোর্টে আলামত সিলগালা অবস্থায় পেয়েছি তা লিখা নেই তবে আলামত রিসিভ করার সময় সিলগালা ছাড়া কোন আলামত গ্রহন করা হয় নি। মতামত কলামে URL ও নিউমেরিক আইডি বিষয়ে মতামত প্রদান করিনি। আলামতের Storage মেমোরিতে কিছু পাওয়া যায় নি। কোন আইডি হতে পোষ্ট করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। পোষ্টটি পাবলিক পোষ্ট ছিল কিনা তা বের করা যায় নি। ফোনের ডিসপ্লে ভাঙ্গা থাকায় তা করা যায় নি মর্মে উল্লেখ আছে। স্ক্রিনশট নিউমেরিক আইডি ও লিংক ছিল না কোন পোষ্টের কোন কমেন্ট বক্সে আসামী পোষ্ট করে তার লিংক আইও প্রেরন করেন নি। মতামত ১ নং এর মেসেজের অর্থ পোষ্ট পরবর্তীতে পাবলিক থেকে Only me করা হতে পারে, বা delete করা হতে পারে বা সকলগ্রুপে শেয়ার করা হতে পারে। সুনির্দিষ্ট ভাবে কি হয়েছে তার বের করা সম্ভব হয় নি। জব্দকৃত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ফোন হতে প্রচার করা হয় কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি তবে ঐ ফোন হতে প্রকাশিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে।"

রাষ্ট্রপক্ষে ২৪নং স্বাক্ষী* রুশো বণিক (এস.আই)আইটি ফরেনসিক ল্যাব সি.আই.ডি ঢাকা *তার জেরায় বলেছেন যে, "Vivo ফোন পরীক্ষা করিনি। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক আইডিতে কোন পোষ্টের কমেন্টে কাবাশরীফের উপর কুকুর প্রসাব করছে এমন ছবি পোষ্ট করা হয়ে কিনা এমন প্রশ্ন, আইও জানতে চান নি। আসামী কমেন্ট বক্সে পোষ্ট করেছে কিনা তা আইও আমার কাছে জানতে চাননি। আসামীর আইডি সম্পর্কে আমার কাছে কিছু জানতে চাওয়া হয়নি।"

রাষ্ট্রপক্ষে ২৬নং স্বাক্ষী* মোঃ সাদ্দাম হোসেন, এস.আই (নিরস্ত্র)নীলফামারী থানা *তার জেরায় বলেছেন যে, "সত্য নয় যে, এ,এস আই নুর আলম, আবু সালেহ, শহীদুল ইসলামের জবানবন্দী Cr, P.C ১৬১ ধারায় রেকর্ডের সময় হুবহু কাট পেষ্ট করে ব্যবহার করি। তাদের জবানবন্দীর শেষ লাইন একই। সত্য নয় যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। সত্য নয় যে, অন্য সকল সাক্ষীর জবানবন্দী প্রথম ২/৩ লাইন বাদে হুবহু একই । সত্য নয় যে, জব্দ তালিকার সাক্ষীদের ১৬১ ধারার জবানবন্দী হুবহু একই। খসড়া মানচিত্র একটি। আসামী পরিতোষকে গ্রেফতারের সময় গ্রেফতারের স্থানে উপস্থিত ছিলাম না। পরে পরিদর্শন করি। আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত আলামত আমার নিকট হস্তান্তরের সময় খামের মধ্যে ছিল কিন্তু তা সিলগালা করা ছিল না। আসামীকে গ্রেফতার করা হয় যে ঘরে তা কোন মুখী তা স্বরন নাই। আমি ঐ ঘরে যাইনি তবে বাড়ীতে গিয়েছি। আলামত জব্দের স্থানের খসড়া মানচিত্র অংকন করিনি। সত্য নয় যে, উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তার মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতে চার্জশীট দিয়েছি। আসামীর নিকট হতে জয়পুরহাট থানা পুলিশ তার উপস্থাপন মতে জব্দ করা হয়। বাড়ীর আঙ্গিনা থেকে ফোন জব্দ করা হয়। আলামত সনাক্তকারী চিহ্ন দিয়ে জব্দকারী কর্মকর্তা আমার নিকট আলামত হস্তান্তর করে। সত্য নহে যে, আজকের আলামত জব্দকৃত আলামত নয়। জব্দকারী কোন ট্যাগ আলামতের প্যাকেটে লাগায়নি। জব্দকারী কর্মকর্তা যে প্যাকেটে আলামত হস্তান্তর করে সে প্যাকেটে সাক্ষীদের স্বাক্ষর ছিল না। আলামতের সীলগালা করা হয় বিজ্ঞ আদালতে ফরেনসিক পরীক্ষার পূর্বে। আলামত জব্দ করার সময় অনুমান ১৫/২০ জন লোক ছিল। জব্দ করার সময় পুলিশটিমে কত মেম্বার ছিল তা জানা নেই। সাক্ষীরা মোবাইল ফোনে স্ক্রীনশট দেখায় ও প্রিন্ট করি। সাক্ষীরা সফট কপি উস্থাপন করে এবং প্রিন্ট করে হার্ড কপি জব্দ করি। উপস্থাপনের পর পরই প্রিন্ট করি। ২২/১১/২১ তাং আলামত জব্দের সময় ওসি, পীরগঞ্জ উপস্থিত ছিলেন না। আসামীকে পীরগঞ্জ থানায় জয়পুরহাট থানা পুলিশ আমাকে বুঝিয়ে দেয়। জয়পুর হাট থানায় আমি আসামীকে প্রথম দেখি। প্রথম দেখার সময় মনে নেই। তিনজন সাক্ষীদের Cr, P.C ১৬১ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ডের পর Cr, P.C ১৬৪ ধারায় রেকর্ডের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবর উপস্থাপন করি। সত্য নয় যে, সাক্ষীদের আমি শিখিয়ে দেই, কী বলতে হবে বিজ্ঞ আদালতে। সত্য নয় যে, আসামীকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নেয়া হয় ও ডিআইজি অফিসে নেয়া হয়। আসামীকে Cr. P.C ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দেয়ার জন্য আমি প্ররোচনা দেই সত্য নয়। আমি আসামীকে উপস্থাপন করি। বিজ্ঞ আদালতে। জব্দকৃত ফোনটি Vivo Phone।" আসামীর দুলাভাইয়ের বাড়ী, পরিতোষের বাড়ী নয়। সত্য নয় যে,পরিতোষের জবানবন্দী আমি ভিডিওতে রেকর্ড করি এবং পরিতোষকে ক্রসফায়ারের হুমকি দেই এবং ১৬৪ ধারার জবানবন্দী দেওয়ার বিনিময়ে তাকে মুক্ত করার আশ্বাস দেই। সত্য নয় যে, আসামী পরিতোষ তর্কিত পোস্ট দেয়নি এবং জনৈক উজ্জল ও সৈকত দুইজন মিলে তর্কিত পোস্ট প্রচার করে এবং লুটপাট সংগঠনে সহযতা করার জন্য চার্জ সীট দাখিল করি সত্য নহে যে, ভালোবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক এর

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

মালিককে বাচাঁনোর জন্য মিথ্যা তদন্ত করি এবংতদন্ত ত্রুটি পূর্ণ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।"

রাষ্ট্রপক্ষে ২৬নং স্বাক্ষী **মোঃ সাদ্দাম হোসেন, এস.আই (নিরস্ত্র)নীলফামারী থানা** ***তার জেরায় আরো বলেছেন যে,*** "সত্য নয় যে, আমার গলা জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায় ও উপরের নির্দেশে তাকে ক্রসফায়ারের হুমকি দেই। সত্য নয় যে, আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দেয়ার জন্য ক্রসফায়ারের ভয় দেখাই। সত্য নয় যে, আসামী জবানবন্দী দেয়ার সময় আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসের দরজায় অস্ত্র নিয়ে দাড়িয়ে ছিলাম। যে ছবির নীচে পরিতোষ কমেন্ট করে সেটা জব্দ করিনি এবং সেই ছবি কার বা কিসের সেটা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিনি। আমি আইটি তে মাস্টার্স করেছি। সত্য নয় যে, URL ও নিউমেরিক আইডি সহ স্ক্রীনশট সাক্ষীরা জমা দেয়নি। জব্দকৃত স্ক্রীনশটে URL ও নিউমেরিক আইডি ছিল না। সত্য নয় যে, আই,টি বুঝেও উক্ত উপাত্ত ছাড়া স্ক্রীনশট জব্দ করি। জব্দকৃত সীমের রেজিষ্ট্রেশন যাচাই করা হয় নি। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিকের ফোন ০১৭১৭৩৩৩৫০৯ নং এর মালিকানা যাচাই করা হয় নি। সত্য নয় যে, জব্দকৃত সীম জব্দকৃত সেটে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয় নি। সত্য নহে যে, পরিতোষের আইডি জব্দকৃত সেটে লগ ইন ছিল কিনা এমন প্রশ্ন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞকে করিনি। সত্য নয় যে, ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিক/হিমেল হাওয়া আইডির পরিচিতি জানতে চাইলেও পরিতোষের আইডির পরিচিতি ফরেনসিকে জানতে চাইনি শুধু পরিতোষকে ফাসানোর জন্য। সত্য নয় যে, জব্দকৃত কর্মকর্তার দেয়া প্যাকেটে তার স্বাক্ষর ছিল না এবং বর্তমান আলামতের প্যাকেটে আমার স্বাক্ষর নেই। আমার স্বাক্ষর মোবাইল ফোনের সেটে নেই। সত্য নয় যে, আসামীর আইডি তথ্য সি/এস এ নেই এবং ১৮.১০.২১ তারিখ রিপোর্ট দেয়ার দায়িত্ব পাই। তদন্ত চলা কালে অন্য মামলা তদন্ত বিষয়ে CD -তে নোট দিয়েছি কিনা স্মরণ নাই।"

রাষ্ট্রপক্ষে ২৭নং স্বাক্ষী **মোঃ ফজলে এলাহী খান, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট** ***তার জেরায় বলেছেন যে,*** "ফরম নং-M-45 এর উল্লেখিত বিধান আসামীকে বুঝিয়ে দিলে আসামী স্বেচ্ছায় জবানবন্দী প্রদান করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামীকে আমার আদালতে উপস্থাপন করেন। জবানবন্দী গ্রহনের পুর্বে আমি এজাহারে পড়ি। আসামীর মুখ থেকে শুনে ও দেখে তার বয়স রেকর্ড করি। কোন ডকুমেন্ট দেখিনি। আমি নিজেই জবানবন্দী টাইপ ও স্বাক্ষর করি। আসামীকে ১৮/১০/২১ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীকে জিজ্ঞাসা করে তারিখ জানতে পারি। সত্য নয় যে, কারো শেখানো মতে সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ড করার বিষয়ে নোট দেয়া হয়নি। গ্রেপ্তারের সময় থেকে আমার আদালতে উপস্থাপন পর্যন্ত সময় আসামী কোথায় ছিল তা নোট দেয়া হয়নি। তবে ঐ সময় পুলিশের নিকট ছিল।আসামীকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে (রিমান্ডে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। সত্য নয় যে, স্বীকারোক্তির ভাষা আসামীর নয়। সত্য নয় যে, আমার চিন্তার সঙ্গে আসামীর চিন্তা ভাবনার মিশ্রন ঘটিয়ে জবানবন্দীর ভাষা ঠিক করি। সন্ধ্যা ৬.১০ ঘটিকায় জবানবন্দী লিখা শূরু করি। কত ঘটিকায় শেষ করি তা লিখা নেই। আসামীকে রাত আটটার আগে আসামীকে হস্তান্তর করি। খাস কামরায় কেন রেকর্ড করি তা জবানবন্দীতে নোট দেয়া হয়নি। আইও এর ফরোয়াডিং লেটার দেখেছি গ্রেফতারের তারিখ বিষয়ে। ৫ নং দফায় উল্লেখিত প্রশ্ন আসামীকে বুঝিয়েছি মর্মে নোট দেয়া আছে। সত্য নয় যে, আসামী কর্তৃক স্বেচ্ছা প্রদত্ত জবানবন্দী প্রদান করা হয় নি। সত্য নয় যে, সাক্ষীদের জবানবন্দী বিধি না মেনে রেকর্ড করি। সত্য নয় যে, ক্রসফায়ারের ভয় দেখায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ও এরপর জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। সত্য নয় যে, আসামী চাপের মুখে স্বীকারোক্তি দেয়। সত্য নয় যে, ফরমের নির্দেশনাবলী পরিপালন না করে মেকানিক্যালী স্বীকারোক্তি মুলক জবানবন্দী রেকর্ড করি। গ্রেফতারের পর আসামীকে পুলিশ সুপরের কার্যালয়ে নিয়ে ভয় দেখানোর তথ্য রেকর্ডে নেই। সত্য নয় যে, আসামীর বয়স যাচাই করিনি।"

DW-১শ্রীপরিতোষ রায় @ সরকার ***তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে,*** "আমি এই মামলার সঙ্গে জড়িত নয়। আমি টাচ্ ফোন কেনার মতো সামর্থ্য নেই। ১৭/১০/২১ খ্রিঃ তারিখ বটের হাট, পীরগঞ্জ বাজারে সকালে চা খাওয়ার জন্য যাই এবং শুনতে পাই যে, উজ্জল নামের এক ব্যক্তি 'দেবী' কে নিয়ে খারাপ পোষ্ট দিয়েছে এবং আমরা উজ্জল কে গালিগালাজ করি। উজ্জল আমার উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কাকাতো ভাই 'শয়ন' এর নিকট থেকে শেয়ার ইটের মাধ্যমে আমার ছবি নেয়। সে আমার নামে ভুয়া পোষ্ট ছড়ায়। স্ক্রীনসট ইডিট করে উজ্জল পোষ্ট দেয়। সন্ধ্যাবেলায় জনগনের মধ্যে ধর্ম অবমানাকর পোষ্টের বিষয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়লে আমি আতংক গ্রস্ত হয়ে গ্রাম উচাই ছেড়ে বোনের বাড়ী উচাই বাজার, জয়পুরহাট যাবার পথে পুলিশ আমাকে ধরে। পুলিশ জয়রহাট এস.পি অফিসে আমাকে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তারা আমার বোনের বাসায় নিয়ে আসে। পুলিশ আমাকে গাড়ীতে রেখে বলে যে,

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

একটি ফোন জব্দ করা হয়েছে, এটা মিডিয়াতে দেখানো হবে। পরে পুনরায় এস.পি অফিস জয়পুরহাটে নিয়ে যায়। সেখান থেকে রংপুর এসপি অফিসে নেয়ি আসে। এসপি রংপুর আমাকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে। পুলিশ সাদ্দাম নামীয় একজন আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে নিয়ে আসে এবং হুমকি দেয়। সাদ্দাম স্যার বলে যে, তার শেখানো মতে কথা বললে আমাকে তারা বাঁচাতে পারবে। ভয় পেয়ে আমি সাদ্দাম স্যারের কথামতো বলতে রাজী হই। সাদ্দাম স্যার বলে, ম্যাজিস্ট্রেট স্যারের কথা মতো হ্যা বললেই চলবে। পরে সব প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলি। ম্যাজিস্ট্রেট স্যারের সামনে যা বলেছি তা আমার কথা নয়। আমি নির্দোষ। উজ্জল ও পুলিশের সাদ্দাম স্যার আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমাকে কারাগারে প্রায় সাতমাস কনডেমসেলে রাখা হয়েছিল। পরে বলে একটি রুমে একাকী রাখা হয়েছিল। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। বিচার চাই।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১নং স্বাক্ষী* মোঃ ইসমাইল হোসেন (এস.আই) *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, হিন্দুদের ঘর বাড়ী পোড়ানো হয়েছিল। হিন্দুরা বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় প্রান ভয়ে। জনৈক সৈকত মন্ডল ও উজ্জল হোসেন নিজেরাই আসামীর নামে ফেসবুক এ্যাকাউন্ট খোলে ও কমেন্ট বক্সে কথিত ছবি পোষ্ট করে। সত্য নয় যে, ফেইসবুক হিসাব সনাক্তকারী ডিভাইস আমাদের ছিল না। সত্য নয় যে, আসামীর আইডি ফরেনসিক পরীক্ষা না করেই এজাহার করেছি। তবে ফরেনসিক পরীক্ষা পরে করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষে ২নং স্বাক্ষী* মোঃ মোফাজ্জল হোসেন @ বাদল, সভাপতি, আওয়ামীলীগ, ১৩ নং রামনাথপুর, ইউ.পি*) তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, কী পোষ্টে কমেন্ট দিয়ে ছিল বলতে পারব না, ওসি সাহেবের মোবাইলে পোষ্টটি দেখি। জেলে হিন্দু পল্লী পুড়ে যায়। হিন্দু লোকজন হাঙ্গামার সময় পালিয়ে যায়। সত্য নয় যে, পোষ্টটি পরিতোষের নয় এবং সৈকত মন্ডলের পরিকল্পিত ফেক হিসাবে পোষ্ট দেয়া হয়। সত্য নয় যে, সৈকত ও উজ্জল পরিতোষের নামে ফেক আইডি খুলে এই পোষ্ট দেয়।

রাষ্ট্রপক্ষে ৩নং স্বাক্ষী* মোঃ মাহামুদুল হাসান *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, ১৮/১০/২১ তাং জব্দ তালিকায় সই করি। ঘটনার একদিন পর।

রাষ্ট্রপক্ষে ৪নং স্বাক্ষী* পলাশ চন্দ্র দেব পুলিশ পরিদর্শক (*O/C*) পাঁচবিবি থানা, জয়পুরহাট *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, পীরগঞ্জের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য রংপুরের এসপি বিপ্লব কুমার সরকার এর নির্দেশে ঘটনা ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে তড়ি ঘড়ি করে জব্দকৃত ফোনসেট না পেয়েও জব্দ তালিকায় ফোনসেট জব্দ দেখানো হয়।

রাষ্ট্রপক্ষে ৬নং স্বাক্ষী* মোঃ শরিফুল ইসলাম *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, উজ্জল ও সৈকত মিলে কথিত পোষ্ট ফেক আইডি খুলে ছড়ায় ও হিন্দুদের বাড়ী ঘর লুটপাটের জন্য পরিতোষের নামে ফেক আইডি

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

খুলে। জন্ম তারিখ ৭/৪/২০০২।”

রাষ্ট্রপক্ষে ৭নং স্বাক্ষী **আবুল খায়ের রুহুল আমিন** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* “কার কমেন্টে কে কে করে জানি না। আমি নিজে পোষ্ট দেখিনি ।

রাষ্ট্রপক্ষে ৮নং স্বাক্ষী **মোঃ কাউছার আলী** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* পরিতোষের এন্ড্রয়েড ফোন ছিল কিনা জানি না।

রাষ্ট্রপক্ষে ৯নং স্বাক্ষী **হুমায়ুন কবির হাবির** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* “আমি কোন প্রিন্টেড স্ক্রীনশট দেখি নাই। জব্দ তালিকায় কী লিখা ছিল বলতে পারব না।

রাষ্ট্রপক্ষে ১০নং স্বাক্ষী **মোঃ মাহবুবুর রহমান (পুলিশ পরিদর্শক)** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* আসামী পরিতোষকে ধৃত করার পর এসপি রংপুর অফিসে হাজির করা হয় কিনা জানিনা। কার ফোনে দেখেছি সেটা মনে নেই। পরিতোষকে ধৃত করার সময় হিন্দু জনগন পালিয়ে যাচ্ছিল। হিন্দু জনগন ভীত সন্ত্রস্ত ছিল।

রাষ্ট্রপক্ষে ১১নং স্বাক্ষী **মোঃ ফাত্তাহ মিয়া** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* “কী আলামত জব্দ করে পুলিশ, সেটি আমাকে পুলিশ দেখায় নি।

রাষ্ট্রপক্ষে ১২নং স্বাক্ষী **শ্রী অমুল্য সরকার** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* “ঘরের মধ্যে আমি দেখিনি ঘটনা। পুলিশের হাতে মোবাইল ফোন সেট ছিল তবে সেটা পরিতোষের কাছে থেকে পেয়েছে কী না তা বলেনি। জব্দ তালিকায় কিছু লেখা ছিলো না।”

রাষ্ট্রপক্ষে ১৩নং স্বাক্ষী **মোঃ মুক্তা সরকার** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* “কী পোষ্টে কমেন্ট করে বলতে পারব না। কোন আইডি থেকে ছবি ছাড়া হয়েছে বলতে পারব না।

রাষ্ট্রপক্ষে ১৪নং স্বাক্ষী **মোঃ সুদিপ্ত শাহিন এস.আই (নিঃ)** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* মোবাইল ডিভাইসে প্রিন্ট করা অবস্থায় দেখি নি। কার মোবাইলে দেখেছি মনে কমেন্ট বক্সের আগের পিছনে কী কমেন্ট ছিল তা দেখিনি। কমেন্ট সময় মনে নেই। হিন্দু পল্লীতে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিতোষের আইডি ইংরেজীতে ছিল BS Poritosh Sarker।”

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

রাষ্ট্রপক্ষে ১৫নং স্বাক্ষী **মোঃ জামিউল ইসলাম (এস.আই)** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* কমেন্ট দেখিনি। আসামীর আইডি ইংরেজীতে ছিল।

রাষ্ট্রপক্ষে ১৬নং স্বাক্ষী **মোঃ নূর এ আলম সিদ্দিকী (এ.এস.আই)** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* "আসামীর প্রোফাইল পিকচার দেখি নি। BS Poritosh Sarker এমন ইংরেজী বানানে আসামীর ফেসবুক আইডি ছিল পোষ্টের ছবির রং কালো ছিল। কার মোবাইলে পোষ্ট দেখি স্মরন নেই।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১৭নং স্বাক্ষী **মোঃ জাকারিয়া খান (এস.আই-**পাঁচবিবি থানা জয়পুরহাট**)** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* জব্দকৃত আলামত বিধি মতে সিলগালা করি। আলামতের প্যাকেটে স্বাক্ষীদের স্বাক্ষর নেয় নি। প্যাকেটে সনাক্ত করা চিহ্ন দেই নি। মোবাইলের গ্লাস ভাঙ্গা ছিল।

রাষ্ট্রপক্ষে ১৮নং স্বাক্ষী **মোঃ সোহেল রানা, পাঁচবিবি থানা, জয়পুরহাট** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* উচাই বাজারে প্রথমে যাই। আসামীকে না পাওয়ায় তার বোনের বাড়ীতে যাই। উচাই বাজার থেকে তার বোনের বাড়ী $\frac{1}{2}$ কিঃ মিঃ। কয়জন জব্দ তালিকা সাক্ষী ছিল খেয়াল নেই। থানায় এসে জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর গ্রহন করে জাকারিয়া স্যার। ঘটনাস্থলে মোবাইল সেট সীলগালা করা হয়। কী রং এর প্যাকেট ছিল মনে নেই। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।"

রাষ্ট্রপক্ষে ১৯নং স্বাক্ষী **মোঃ শহিদুল ইসলাম মন্ডল (এ.এস.আই), পীরগঞ্জ থানা, রংপুর** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* কার মোবাইলে দেখেছি মনে নেই।

রাষ্ট্রপক্ষে ২০নং স্বাক্ষী **মোঃ গোলাম মোস্তফা (কং-৯২০)** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* কার মোবাইলে দেখি মনে নাই।

রাষ্ট্রপক্ষে ২১নং স্বাক্ষী **রেজাউল করিম (কং-১৬৭১)** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* কার মোবাইলে দেখি স্মরন নেই।

রাষ্ট্রপক্ষে ২২নং স্বাক্ষী **মোঃ খারুল ইসলাম (সহঃ কমিশনার (ভূমি) চরভদ্রাসন উপজেলা ফরিদপুর)** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* কার ফোনে তার নাম মনে নেই।

রাষ্ট্রপক্ষে ২৩নং স্বাক্ষী **শেখ আসিব হাসান (এস.আই) আইউটি ফরেনসিক, সিআইডি, ঢাকা** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* রিপোর্টে আলামত সিলগালা অবস্থায় পেয়েছি তা লিখা নেই URL ও নিউমেরিক আইডি বিষয়ে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

মতামত প্রদান করিনি। আলামতের Storage মেমোরিতে কিছু পাওয়া যায় নি। কোন আইডি হতে পোষ্ট করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। পোষ্টটি পাবলিক পোষ্ট ছিল কিনা তা বের করা যায় নি। স্ক্রিনশট নিউমেরিক আইডি ও লিংক ছিল না কোন পোষ্টের কোন কমেন্ট বক্সে আসামী পোষ্ট করে তার লিংক আইও প্রেরন করেন নি। সুনির্দিষ্ট ভাবে কি হয়েছে তার বের করা সম্ভব হয় নি। জব্দকৃত ফোন হতে প্রচার করা হয় কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি তবে ঐ ফোন হতে প্রকাশিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে।”

রাষ্ট্রপক্ষে ২৪নং স্বাক্ষী **রুশো বণিক (এস.আই)আইটি ফরেনসিক ল্যাব সি.আই.ডি ঢাকা** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* “Vivo ফোন পরীক্ষা করিনি। আসামী কমেন্ট বক্সে পোষ্ট করেছে কিনা তা আইও আমার কাছে জানতে চাননি। আসামীর আইডি সম্পর্কে আমার কাছে কিছু জানতে চাওয়া হয়নি।”

রাষ্ট্রপক্ষে ২৬নং স্বাক্ষী **মোঃ সাদ্দাম হোসেন, এস.আই (নিরস্ত্র)নীলফামারী থানা** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে,* আসামী পরিতোষকে গ্রেফতারের সময় গ্রেফতারের স্থানে উপস্থিত ছিলাম না। আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত আলামত আমার নিকট হস্তান্তরের সময় খামের মধ্যে ছিল কিন্তু তা সিলগালা করা ছিল না। আলামত জব্দের স্থানের খসড়া মানচিত্র অংকন করিনি। বাড়ীর আঙ্গিনা থেকে ফোন জব্দ করা হয়। আলামত সনাক্তকারী চিহ্ন দিয়ে জব্দকারী কর্মকর্তা আমার নিকট আলামত হস্তান্তর করে। জব্দকারী কর্মকর্তা যে প্যাকেটে আলামত হস্তান্তর করে সে প্যাকেটে সাক্ষীদের স্বাক্ষর ছিল না। পূর্বে। আলামত জব্দ করার সময় অনুমান ১৫/২০ জন লোক ছিল। জব্দকৃত ফোনটি Vivo Phone।”

রাষ্ট্রপক্ষে ২৬নং স্বাক্ষী **মোঃ সাদ্দাম হোসেন, এস.আই (নিরস্ত্র)নীলফামারী থানা** *তার জেরায় সুস্পষ্টভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে আরো বলেছেন যে,* যে ছবির নীচে পরিতোষ কমেন্ট করে সেটা জব্দ করিনি এবং সেই ছবি কার বা কিসের সেটা প্রতিবেদনে উল্লেখ করিনি। জব্দকৃত স্ক্রীনশটে URL ও নিউমেরিক

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আইডি ছিল না। জব্দকৃত সীমের রেজিষ্ট্রেশন যাচাই করা হয় নি। ভালবাসার ক্ষুদ্র প্রেমিকের ফোন ০১৭১৭৩৩৩৫০৯ নং এর মালিকানা যাচাই করা হয় নি।

রাষ্ট্রপক্ষে ৪নং স্বাক্ষী **পলাশ চন্দ্র দেব পুলিশ পরিদর্শক (*O/C*) পাঁচবিবি থানা, জয়পুরহ এর জেরা হতে এটি কাচের মত স্পষ্ট যে, তৎকালীন রংপুর জেলার পুলিশ সুপার** বিপ্লব কুমার সরকার দায়িত্বহীনতার সহিত আচরন করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়ে এবং তার সেই ব্যর্থতা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অত্র আপীরকারী পরিতোষ সরকার ওরফে পরিতোষ রায়কে বলির পাঠা বানিয়ে তার চাকরি রক্ষার্থে মিথ্যাভাবে তথাকথিত গায়েবী ফোন জব্দ করে অত্র আপীলকারীর বিরুদ্ধে অত্র মিথ্যা মামলাটি দায়েরের নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, পরিতোষ সরকার ওরফে পরিতোষ রায়ের নিকট বা অধীনে আদৌ কোন এন্ড্রয়েড ফোন ছিল মর্মে কোন দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সম্পূর্ণরুপে ব্যর্থ হয়েছে। অত্র আপীলকারী পরিতোষ সরকারের কোন এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ছিল না। আপীলকারী থেকে কোন এন্ড্রয়েড ফোন উদ্ধার করার তথ্য-উপাত্ত প্রসিকিউশন পক্ষ আদালতে উপস্থাপন করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন।

একই ভাবে আপীলকারী কর্তৃক কোন ফেইসবুক একাউন্ট খোলা কিংবা পরিচালনা করার সমর্থনে কোন প্রকার দালিলিক ও মৌখিক স্বাক্ষ্য উপস্থাপনপূর্বক বিষয়টি প্রমাণ করতে প্রসিকিউশন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন।

পরিতোষের ফেসবুক পোস্ট কেউ দেখে নাই। পরিতোষ অভিযোগ মতে কোন ফেসবুক পোস্ট করেন নাই।

অপরদিকে প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে, বিগত ইংরেজী ১৭/১০/২০২১ তারিখে বটের হাট, পীরগঞ্জ বাজারে অত্র আপীলকারী সকালে চা খেতে গেলে জানতে পারে যে, উজ্জল নামের এক ব্যক্তি দেবী কে নিয়ে খারাপ পোস্ট দেয় এতে সে উজ্জলকে বকাঝকা করলে উজ্জল প্রতিশোধ স্বরূপ আপীলকারীর কাকাতো ভাই হতে ছবি সংগ্রহ করে আপীলকারীর নামে উজ্জল তার মোবাইল ফোনে ফেইসবুক একাউন্ট খুলে উক্ত ফেইসবুক একাউন্টে এজাহারে বর্ণিত বক্তব্য লিখে পোস্ট করে। উজ্জল আপীলকারীর নামে ধর্ম অবমাননার তর্কিত পোস্টটি প্রতারনামূলকভাবে প্রচার করে গ্রামে গুজব ছড়িয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত পোস্টটি করে উজ্জল হোসেন। কেবলমাত্র পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে পরিতোষকে শায়েস্তা করার জন্য স্রেফ এটি তৈরী করে উজ্জল পোস্টটি করে এবং উজ্জল স্থানীয় জনগনকে পরিতোষের বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে পরিতোষের বাড়িসহ স্থানীয় সকল হিন্দু বাড়িতে হামলা করার জন্য প্রভাবিত করে। *পুলিশ সুপার, জয়পুরহাট এবং পুলিশ সুপার, রংপুর এর নেতৃত্বে জয়পুরহাট এবং রংপুরের পুলিশ প্রশাসন ঘটনাটা সঠিকভাবে গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা না করে অত্র আপীলকারীকে মিথ্যাভাবে ঘটনার সাথে জড়িয়ে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় প্রদান করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।* *এটি মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এখানে হিন্দুসহ অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ ধর্মের মানুষকে এমনভাবে সর্বোচ্চ সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে হবে যেন তারা কখনই এটি মনের*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অজান্তেও না ভাবেন যে তারা সংখ্যালঘু। এ দায়িত্ব রাষ্ট্রের, এ দায়িত্ব সমাজের সকলের। সর্বোপরি এ দায়িত্ব মুসলিম ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের। *এটি ধরেই নিতে হবে যে, কোন দেশের সংখ্যালঘু ধর্মের বা সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি সংখ্যা গুরু ধর্মকে অবমাননা করে কোন বক্তব্য কখনই দেয় না।* *যদি কোন অভিযোগ উঠে যে সংখ্যালঘু ধর্মের বা সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি সংখ্যা গুরু ধর্মকে অবমাননা করে কোন বক্তব্য প্রদান করেছেন তাহলে পুলিশ প্রশাসন প্রথমেই ধরে নিবেন এটি মিথ্যা, অসত্য, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যে প্রণোদীত। অত:পর পুলিশ সুপার নিজে অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত শুরু করবেন এবং তদন্তঅন্তে যদি পুলিশ সুপার সন্দেহাতীতভাবে তথ্য উপাত্ত পান তাহলেই কেবলমাত্র কোন সংখ্যালঘু ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তথা এজাহার দায়ের করতে নির্দেশ দিবেন।* *বর্তমান মামলায় পুলিশ প্রশাসন আপীলকারীকে যেমনটি অবৈধভাবে আটক করেছে তেমনি তাদের চাকরি রক্ষার্থে আপীলকারীকে মিথ্যাভাবে অত্র মামলার সাথে জড়িত করে মিথ্যা অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

নথি পর্যালোচনায় এটি আরো প্রতীয়মান যে, তৎকালীন সময়ের পীরগঞ্জ উপজেলার জনপ্রতিনিধি, নির্বাহী প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন অত্র অনাকাঙ্খিত ঘটনার ব্যাপারে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। ভবিষ্যতে এমনতর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যেন না ঘটে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

কিভাবে উজ্জল নামীয় একটি অতি সাধারণ ব্যক্তির প্রতিশোধ স্পৃহার নিকট আপীলকারীসহ স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা কি পরিমাণ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নজির বিহীন।

স্থানীয় সকল স্তরের প্রশাসন যদি একজন প্রতারক, মিথ্যাবাদী এবং গুজব রটনাকারীর ফাঁদে পা না দিতেন তাহলে আপীলকারীসহ আপীলকারী গ্রামের সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের এমনতর ক্ষতি হতো না।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি কতিপয় নির্দেশনা প্রদানপূর্বক মঞ্জুর করা হলো।

বিজ্ঞ বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, রংপুর কর্তৃক সাইবার ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা নং ৯০/২০২২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০২.২০২৩ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

আপীলকারী পরিতোষ সরকার ওরফে পরিতোষ রায়-কে অত্র মোকদ্দমায় অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি তথা খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারী ও তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অত্র আপীলকারী যথাযথ আদালতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করতে পারবে।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

নির্দেশনা:

১। কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ আসলে স্ব স্ব জেলার পুলিশ সুপার নিজে তদন্ত করে যদি এর সত্যতা পান তাহলে কেবলমাত্র এজাহার দাখিলের নির্দেশ প্রদান করবেন। পুলিশ সুপারের তদন্তঅন্তে এজাহার দাখিলের নির্দেশ ছাড়া কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার মামলা কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রহণ করবে না।

২। আইন কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারেনা। সেদিনের ঘটনায় যে সকল স্থানীয় ব্যাক্তি পরিতোষের বাড়িসহ অন্যান্য হিন্দুদের বাড়িতে, বিশেষ করে, হিন্দু জেলে পল্লী আক্রমন করে পুড়িয়ে দিয়েছে তাদেরকে সনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশ সুপার,রংপুরকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের গর্ভে প্রদত্ত পর্যালোচনা, অভিমত এবং নির্দেশনার আলোকে বর্তমান মামলার বিষয় সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ-এ সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত অত্র মামলার রায় ও আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপারকে এবং বাংলাদেশের প্রত্যেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ই-মেইলে পাঠানোর জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি Judicial Administration Training Institute (JATI) তে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের একটি কপি আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ